সম্বাদ গুণাকর

১৮৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে (পৌষ ১২৪৪) শ্যামপুকুর-নিবাসী গিরিশ-চন্দ্র বসুর সম্পাদকত্বে 'সম্বাদ গুণাকর' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা সপ্তাহে দুইবার বাহির হইত। ৩০ ডিসেম্বর ১৮৩৭ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' পত্রে প্রকাশ :—

> *Sumbad Goonakur.*—During the present week, an addition has been made to the number of Bengalee newspapers. The name of the Journal is *Sumbad Goonakur*; and is edited by Baboo Greeschunder Bose, of Sampookur. It is to appear twice a week, namely, Tuesday and Friday, and is to be charged for at one rupee a month.—*Cal. Cour.* Dec. 30. (Quoted by the *Friend of India* for January 4, 1838).

কয়েক মাস পরে কাগজখানিকে দৈনিক রূপে প্রকাশ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রে নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছিল :—

> আমরা শ্রবণ করিলাম যে গুণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে প্রকাশ করিবেন ঐ কাগজ বাঙ্গালা ভাদ্রমাসীয় প্রথম দিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্তু ইহার মর্ম্ম কিছুই এইক্ষণপর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না যে রাজার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অথবা সর্ব্ব বিপক্ষে কিম্বা ব্রহ্মসভার অথবা ধর্ম্ম সভার পক্ষে কিম্বা এই সকলের মধ্য হইতে একটাই বা হয় তাহা জানিতে পারি না কিন্তু যথার্থবাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাঁকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে আমোদ করিব। —৪ আগষ্ট ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

'সম্বাদ গুণাকর' দৈনিক আকারে বাহির হইয়াছিল কি-না জানা যায় না, তবে কাগজখানি অল্প দিন পরেই লোপ পায়।

সংবাদ দিবাকর

১২৪৫ সালের পৌষ মাসে (? ১৮৩৮ ডিসেম্বর) গঙ্গানারায়ণ বসু এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশ করেন। ২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল,—

> ১২৪৫ সালের বর্ষফল।—
>
> পৌষ।—সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয়।

এই কাগজখানিও অল্প দিন চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

সংবাদ সৌদামিনী

১৮৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি (পৌষ ১২৪৫) এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বিভাষিক (ইংরেজী ও বাংলা) ছিল। ২৭ ডিসেম্বর ১৮৩৮ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব্-ইণ্ডিয়া' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশ :—

Friday, Decr. 21,—A new weekly paper, the *Sungbad Soudamini*, has just made its appearance in Calcutta, in Bengalee and in English. The execution is not such as to hold out any expectations of a protracted and useful existence.

'ক্যাল্‌কাটা খ্রীষ্টান্‌ অবজারভার' (ফেব্রুয়ারি ১৮৪০) পত্রে প্রকাশ, কলুটোলা-নিবাসী কালাচাঁদ দত্ত 'সম্বাদ সৌদামিনী'র সম্পাদক ছিলেন। কাগজখানি তিন বৎসর জীবিত ছিল বলিয়া জানা যায়।

সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী

'সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১২৪৪ বঙ্গাব্দে (১৮৩৮ ?) প্রকাশিত হয় বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন।* ইহার বিজ্ঞাপন, সংবাদ ও সম্পাদকীয় স্তম্ভ সমস্তটাই কবিতায় প্রকাশিত হইত। কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

আমারদের জে বিজ্ঞাপন দিবে গো।
তাহার পংক্তির প্রতি মূল্য চারি আনা গো ॥

চারি ঘোড়ার গাড়ি চোড়ে গত দিনে বেকালে গো।
গিয়াছেন গবনর সাহেব চানকের বাগানে গো ॥

কলিকালে জত সব ভাল মানুসের ছেলে গো।
লেখা পড়া শিখে কেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম মানে না গো ॥

পার্ব্বতীচরণ দাস কাগজখানির সম্পাদক ছিলেন। অল্প দিন পরেই ইহার প্রচার রহিত হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

১৮৩৯ সনের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে (চৈত্র ১২৪৫) এই সাপ্তাহিক পত্র শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদকত্বে সিমলা হইতে প্রকাশিত হয়। ২১ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব্‌-ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশ ঃ—

Friday, March 15...A fresh Bengalee Paper, the *Sumbad Bhaskur*, has just started into existence in Calcutta.

* গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার প্রকাশকাল ১২৪৫ সাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ('নবজীবন' ১২৯৩)।

সম্পাদকরূপে শ্রীনাথ রায়ের নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্‌চায)।* 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথম প্রকাশিত হইলে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিয়াছিলেন :—

> পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে···।—২৩ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "সিম্‌লের রাধাকৃষ্ণ মিত্রের [ছাতুবাবুর ভগ্নীপতির] চতুর্থ পুত্র জীবনকৃষ্ণের আনুকূল্যে শ্রীনাথ রায় ইহা প্রকাশ করেন।"† এই উক্তি অমূলক নাও হইতে পারে; কিন্তু এ কথা সত্য যে, গোড়া হইতেই আঁন্দুল-নিবাসী মথুরানাথ মল্লিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ মল্লিক 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৪৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যু হইলে গৌরীশঙ্কর তাঁহার সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "···শ্রীনাথ বাবু [বহু] কাল আমারদিগকে টাকা দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, আমারদিগের সেই প্রতিপালক মিত্র গেলেন।"

'সম্বাদ ভাস্করে'র শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

> গৌরীশঙ্করবক্ত্রপদ্মহ্রদয়ে শ্রীনাথপদ্মাতুরো মগ্নোঽয়ং সমুদেতি ভাস্করবরঃ সম্বাদপদ্মোদয়ৈঃ।
> হৃৎপদ্মপ্রকটায় সন্ততমহো সম্বাদপদ্মার্থিনাং লোকানাং খলু বেদপদ্মপ্রকটৈঃ শ্রীপদ্মযোনির্যথা॥

এই শ্লোকটির পরিবর্ত্তে ১৮৪৫ সনের ১৮ই মার্চ হইতে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ-রচিত একটি নূতন শ্লোক‡ 'সম্বাদ ভাস্করে'র কণ্ঠে শোভা পাইতে থাকে। শ্লোকটি এই :—

> ভ্রাতর্ব্বোধসরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্থ নায়ং ক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতম্।
> ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরাদ্গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

কিছু দিন পরে এই দ্বিতীয় শ্লোকটির সহিত আরও একটি শ্লোক সংযুক্ত হয়। ১৮৪৯ সনের জানুয়ারি মাসের 'সম্বাদ ভাস্করে'ও এই অতিরিক্ত শ্লোকটি দেখিতেছি। শ্লোকটি এইরূপ :—

> নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নব্যায়তে শাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরো দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
> নানাদেশবিলাস এষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পর এই অতিরিক্ত শ্লোকটি আর ছাপা হইত না বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ, ২৮ নবেম্বর ১৮৬১ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' উহা বর্জ্জিত হইয়াছিল।

---

* গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জী 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

† "বাংলা সংবাদ পত্রের ইতিহাস"—নবজীবন, ১২৯৩।

‡ '৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী'—রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৯৮-৯৯।

ভাত বেৰ্বোধুসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হ্বস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্দৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপৰ্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩৬ সংখ্যা ৭ বালম ইং ১৮৩৬ সাল ৭ এপ্রেল নীশ অ ২৫ বাঙ্গালা ১২৪২ সাল ২৬ চৈত্র মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা অগ্রে ৮ টাকা

অশৌচ ব্যবস্থা।

মনোহরশাহি পরগণা নিবাসি কতিপয় সৎশূদ্রের এক লিপি সৎশূদ্রের জনন মরণে বিংশতি রাত্রাশৌচ চলিত হওনের বিধানে আসিয়াছে শাস্ত্র সম্মত উক্ত বাক্য বটে, বিশেষ জনন মরণে সৎশূদ্রের মাসাশৌচ দেখা যাইতেছে ও জননে বিংশতি রাত্রাশৌচ চলিত আছে তাহার বিপরীত মরণে মাসাশৌচ চলিত থাকা অনুচিত, আর জাতিভেদে অশৌচ লক্ষণ পৃথক পৃথক প্রকাশ আছে, অসৎশূদ্রের মাসাশৌচ ও সৎশূদ্রের বিংশতি রাত্রাশৌচ যে বিধি দেখা যাইতেছে সুবিধি বটে, ও অসৎশূদ্রের আশৌচ সৎশূদ্রের গ্রহণীয় হইলে তাঁহারদের ভগবদ্দত্ত গৌরব সৌরভের প্রভাব হানি বুঝায় এতাবতা সৎসঙ্করেরা উক্ত বিধানে সুমনোযোগ সুসংযোগ করিয়া বিংশতি রাত্রাশৌচ চলিত করিবেন অত্র সন্দেহো নাস্তি এমতে, পত্রপ্রেরকের পত্রী অবিকল প্রকাশ করা গেল ইতি।

ভাস্কর মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এতদ্দেশীয় লোকের ব্যবহার কি নিবেদিব, মাসাশৌচ সকল শূদ্রের ব্যবহার্য্য হওয়াতে অসৎশূদ্রের অহঙ্কার ও তুল্যাভিমানিতার গর্ব্ব যেরূপ হইয়াছে তাহাতে মান্যের অমান্যতা সৎরটনের সম্ভাবনা, আমরা খেদে শ্রীশ্রী নবদ্বীপ ধামে উক্ত বিষয়ের ব্যবস্থা বাঞ্ছিত হওয়াতে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রানুসারে সৎশূদ্রের সৎ সঙ্করের বিংশতি রাত্রাশৌচ ব্যবস্থা দিয়া সৎসঙ্করজাতি নির্ণয় করিয়াছেন, অর্থাৎ কায়স্থ অম্বষ্ঠ গন্ধবণিক, কংশকার, শংখকার, উগ্রক্ষত্রিয়, রাজপুত্র, কুম্ভকার তন্তুবায়, কর্ম্মকার দাস, মাগধ, গোপ, নাপিত, মোদক, বারুজীবী সূত মালাকার তাম্বুলি তৌলিক এই সকল সৎশূদ্র, এতদ্ভিন্ন জাতিকে অসৎশূদ্র কহিয়াছেন, তাহার প্রমাণাদি ব্যবস্থা বৃত্তান্ত সংক্ষেপে নিম্নে নিবেদিতেছি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক বৎসর পর্য্যন্ত ভাস্কর সম্বাদ পত্র প্রান্তে প্রকাশিয়া সৎশূদ্র গৌরব সৎসঙ্করের ভগবদ্দত্ত লঘুশৌচ বিধান পূরণীয় হইয়া সকলে এক মাসাশৌচের গতিকে অসচ্ছূদ্র বর্গের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন। ১৫ পঙ্কনবতি সংখ্যক দানিশাস্য আষাঢ়স্য প্রথম দিবসীয়া লিপিরিয়ং।

মনোহরশাহী নিবাস।

কতিপয় সৎশূদ্রাণাং।

সচ্ছূদ্রাণাং বিংশতি রাত্রাশৌচ প্রবণাৎ তদ্ধর্ম্ম গ্রাহিণাং সৎসঙ্করাণাং সপিণ্ড জনন মরণয়োর্ব্বিংশতি রাত্রাশৌচমেব অধম শূদ্রবন্মাসাশৌচমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

সচ্ছূদ্র মাহাত্ম্যং সংহিতায়াং,, ... তু শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ। দ্বিজ শুশ্রূষণ পরঃপাক যজ্ঞ পরাণিতঃ।। সচ্ছূদ্রং তং বিজানীয়াদসচ্ছূদ্রং তাতোহন্যথা ইতি। তদ্ধর্ম্ম গ্রাহিণঃ সৎসঙ্করাস্ত করণাম্বষ্ঠগান্ধিক কাংশকার শংখকারোগ্র রাজপুত্র কুম্ভকার তন্তুবায় দাস মাগধ গোপ নাপিত মোদক বারুজীবীসূত মালাকার তাম্বুলি তৌলিকা ইতি অত্র প্রমাণং ধর্ম্মপুরাণান্দীতজ্ঞয়ং। সচ্ছূদ্রা দেষাং পৌরোহিত্যং শ্রোত্রিয়ৈঃ কৃতং। যদুক্তং ধর্ম্ম পুরাণে, ব্রাহ্মণা উচুঃ ।। বিংশতীনান্ত জাতীনাং পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়া বয়ং। অন্যেষাং ষোড়শানাঞ্চ পুরোধাঃ পণ্ডিতা দ্বিজাঃ ইত্যনেন তেষামেব দ্বিজ শুশ্রূষাযোগ্যত্বেন সত্ত্বং নত্বধম সঙ্করাণাং ষোড়শানামিতি। সচ্ছূদ্রে বিশেষশ্চ বিংশতি রাত্রাশৌচং। শূদ্রো বিংশতি রাত্রেণ শুধ্যেত মৃত সূতকে, ইতি শাতাতপ বচনং, অপি বিংশতি রাত্রেণ শূদ্রাণাং ভবেৎ ক্রমাদিত্যপি পালকাঢ়িকায়া মাদিত্যপুরাণ বচনঞ্চ বোধয়ন্তি। তেন শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করা ইতি বচনাৎ সচ্ছূদ্র ধর্ম্ম গ্রাহিষু সবর্ণ সঙ্করেষু করণাদিষু বিংশতি রাত্রাশৌচ মেব প্রাপ্তঃ। মনু বিংশতি রাত্রাশৌচং সগুণ বিষয়ক মিতিচেন্ন, গুণবৎ ন্যায়বর্ত্তিনং, তত্র বিশেষবিধি শ্রবণাৎ যথা।। শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাং। বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজন মিতি, ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিন ইতি বচনদ্বয়েন সগুণবিষয়ে পঞ্চদশ রাত্রাশৌচ মিতি।

বিজ্ঞাপন।

নিউ ওরিএন্টল লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি অর্থাৎ আয়ুর উপর বিমা করণের সমাজ। এইক্ষণে কলিকাতা ও তদধিস্তুত স্থান নিবাসি ব্যক্তিদিগের আয়ুর উপর বিমার পলাসি দেওন জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন তজ্জন্য তুল্য ১০০ এক হাজারের ন্যূন বা ১০০০০ দশ সহস্রের অধিক এক ব্যক্তির আয়ুর উপর বিমা করণ জন্য প্রয়োজন হইবেক না ইহার আরং বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের স্বাক্ষরকারির নিকট আবেদন করিলে অবগত হইতে পারিবেন।

ডবলিউ, এফ, ফরগুসন।
সেক্রেটরী ও এজেন্ট।

দপ্তরখানা।
৫ নং বংশাল ইষ্ট্রীট

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে মেং ডগলেশ সাহেব আশ্চর্য্য এক যন্ত্র দ্বারা ছায়া আকর্ষণ করিয়া ঠিক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেছেন, আপনার প্রতিমূর্ত্তি করাইতে যাঁহারদিগের ইচ্ছা হয় তাঁহারা ইটালীর আরম্ভে বাজারের দক্ষিণ প্রথম সংখ্যক বাটী যাহাতে বড় একটা নিম্ব বৃক্ষ আছে ঐ বাটীতে উক্ত সাহেবের নিকট গিয়া ছবি করাইবেন, ক্ষুদ্রং ছবির মূল্য ১২। বড়ং ছবির মূল্য ৫০ টাকা, অল্প মিনিটের মধ্যে ছবি হয়, তৎপরে আরং কর্ম্মেতে চারি পাঁচ মিনিট লাগে এইক্ষণে ... পারে প্রকৃতছবি লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারেন এবং স্ত্রীলোকদিগের ছবি করাইতে ... সাহেবকে আপনারদিগের বাটীতে আনাইতে হয়, তাহাতে ৮ টাকা অধিক লাগে, স্ত্রীলোকদিগকে সাহেবের সাক্ষাতে আসিতে হইবেক না, সাহেব অন্তরে থাকিয়া ছবি করিয়া দিবেন, অতএব সাধারণ লোকেরা ছবি করণোপলক্ষে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন।

['সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশের পর এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে লইয়া কলিকাতায় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিল। ১৮৪০ সনের ৯ই জানুয়ারি বেলা ৮টার সময় শ্রীনাথ রায় পটলডাঙ্গার চৌমাথার কাছে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন, হঠাৎ আঁন্দুলের রাজার কুড়ি-পঁচিশ জন সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাকে সবলে আঁন্দুলে ধরিয়া লইয়া যায়।* সেখানে তাঁহার উপর অনেক অত্যাচার হয়। শ্রীনাথ রায়ের প্রতি এই আক্রমণের কারণ ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' পাওয়া যায়। 'দর্পণ' লেখেন :—

রাজা রাজনারায়ণের অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি।—ভাস্কর সম্পাদকের প্রতি রাজা রাজনারায়ণ রায় যে আইনবিরুদ্ধ ও আশ্চর্য্য ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকেরই দৃক্‌পাত হইয়াছে এবং বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা অতি শীঘ্র আদালতে আনীত হইবেক।

দৃষ্ট হইতেছে যে ভাস্কর সম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে এই লেখে যে উক্ত রাজা দুই জন ব্রাহ্মণকে ধর্ম্ম সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন এবং আন্দুল নিবাসি এক জন ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের কন্যার সহিত বিবাহ দেওনোপলক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন ঐ পত্রের মধ্যে আরো রাজবংশীয়েরদের কুকর্ম্মের বিষয় উল্লিখিত ছিল তাহা প্রায় সকল লোকেরই সুবিদিত আছে কিন্তু ঐ সম্পাদক মহাশয় ঐ পত্র প্রকাশ না করিয়া কেবল এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাজার এই রূপ কর্ম্ম করা অনুচিত কিন্তু রাজা ইহাতেই উন্মান্বিত হইয়া দিবাভাগে কলিকাতা শহরের রাস্তার মধ্যেই ঐ সম্পাদক মহাশয়কে প্রহার পূর্ব্বক ধৃত করণার্থে কএক জন অস্ত্রধারি লোক পাঠাইলেন তাহাতে ঐ সকল লোক অতি নির্দ্দয়তা রূপে তাঁহাকে মারপিট করিয়া লইয়া যায় কথিত আছে যে আন্দুল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। এবং তৎপরে শুনা গেল যে তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরিত এক গ্রামের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছে।

---

* Dear Sir,—The sudden and most unaccountable disappearance of the Editor of the Bhaskur, Sree Nauth Roy...is but too true an occurrence. All the native community are lost in amazement at the bare thought of the fact, that yestermorn, in broad day light, at 8 A. M., that unfortunate individual, as he was getting into a hackery near the junction of the four cross roads at Puttuldanga was on a sudden seized by twenty or twenty-five armed men in the garb of Hindoosthaney doorkeepers, most severely assaulted, stripped almost naked, immediately gagged, and forcibly dragged in a western direction as far as Putherry Ghatta, near the river side, where he and his conductors simultaneously disappeared...The alleged and extremely probable cause of this extraordinary restraint on personal liberty, is as follows :—nearly three weeks ago, the Editor of the *Bhaskur* had inveighed with just severity against the mal-practices of a certain Zemeendar, Rajah R. N. R. residing in the vicinity of Calcutta...

Being personally acquainted with the Editor of the *Bhaskur*, I can vouch for the truth of the above statements.

10th January, 1840. I remain yours truly

Z. P. R.

(The *Calcutta Courier* for January 11, 1840.)

ইত্যাদি বিষয়ে শপথ পূর্ব্বক সুপ্রিম কোর্টে এক বিজ্ঞাপন করা গেল এবং রাজার উপরে এমত পরওয়ানা জারী হয় যে তিনি অগৌণে ঐ সম্পাদককে কলিকাতার আদালতের মধ্যে উপস্থিত করেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই বিষয়ে অতিসূক্ষ্ম তজবীজ হইবেক এবং যদ্যপি এই সকল উক্তি সত্য হয় তবে রাজার এই ঘোরতর অপরাধের যথোচিত দণ্ড হইবে। কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুর খ্যাতি ধারণ করিয়া এইরূপে কোন পত্র সম্পাদককে ধৃত করণ পূর্ব্বক আপন বাটীতে লইয়া যন্ত্রণা দেন ইহা নিতান্ত অসহ্য ব্যাপার। এই রূপ ব্যাপার করাতে রাজা কেবল বেআইনী কর্ম্ম করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু নিতান্ত পাগলামি করা হইয়াছে যদ্যপি এই বিষয় রাজা তুচ্ছ করিয়া কিছু মনোযোগ না করিতেন তবে তাঁহার বংশের গ্লানি সূচক উক্তিসকল প্রায় কেহ স্মরণ করিতেন না কিন্তু তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্লানি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইবেক। যাঁহার পত্র দ্বারা তাঁহার মনোমধ্যে এমত রাগোদয় হইয়াছে সেই পত্র পাঠ করিতে কাহার বাসনা না জন্মিবে।

এদিকে রাজা রাজনারায়ণের নামে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। রাজা আদালতের অবমাননা করিয়া কিছু দিন আত্মগোপন করিয়া রহিলেন; শ্রীনাথ রায়কেও স্থান হইতে স্থানান্তরে লুকাইয়া রাখিলেন। রাজাকে ধরাইয়া দিবার জন্য শ্রীনাথ রায়ের সহযোগী গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ১৮ই জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গে 'কমার্শিয়াল অ্যাডভারটাইজার' পত্রে নিম্নাংশ প্রকাশিত হয়:—

An advertisement appeared in the *Probakur* of the 18th instant, stating that Rajah Rajnarain Roy...had concealed himself. Any person able to get him apprehended will receive a reward of 500 rupees.

The advertisement is signed by Kally [Gauri] Sunker Tukkobuggis, who, we understand, is the coadjutor of Sreenauth Roy...*Com. Adv.* (Cited in the *Calcutta Courier* for Jany. 21, 1840.)

যাহা হউক, রাজা রাজনারায়ণ বেশী দিন আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্রথমে কিছু দিন হাজত-বাস করিতে এবং ২০এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল।

শ্রীনাথ রায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সহযোগী গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সম্বাদ ভাস্কর' সম্পাদন করিয়াছিলেন। মকদ্দমার পর শ্রীনাথ রায় পুনরায় 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদনে তর্কবাগীশের সহযোগিতা করিতে থাকেন।* কিন্তু অল্প দিন পরেই—১৮৪০ সনের অক্টোবর

* কেদারনাথ মজুমদার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"ইহার পর সম্পাদক রায় মহাশয়ের আর ভাস্করের সম্পাদকীয় আসনে বসিবার সখ্ রহিল না। তিনি ভাস্কর ছাড়িয়া 'অয়নবাদ দর্শন' বাহির করিয়া নিরাপদে হস্তকণ্ডুয়ন নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইলেন।" দেখিতেছি, মজুমদার মহাশয় 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইয়াছেন। ১৮৪০ সনে প্রকাশিত, চাণক-নিবাসী শ্রীনারায়ণ রায়ের 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ'কে তিনি "শ্রীনাথ রায়ের অয়নবাদ দর্শন" বলিয়াছেন! তিনি আবার ১০৭ পৃষ্ঠায় "শ্রীনারায়ণ রায়ের অয়নবাদ দর্শন" এবং ৪৩৯ পৃষ্ঠায় "অয়নবাদ দর্শন ১৮৪৩ শ্রীনারায়ণ রায় (বারাকপুর)" লিখিয়াছেন।

মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।* শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যুতে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' ১৪ই নবেম্বর ১৮৪০ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

> We understand that the death of Sreenauth Roy will not, in the least, diminish the usefulness and efficiency of the *Bhaskar*, as an appropriate instrument for the cultivation of the Bengally language, and a legitimate organ of at least a certain section of the Hindoo community. Sreenauth Roy was not the principal editor of the paper. His contributions to it formed but a small part of the editorials. The individual to whom praise is due for the able manner in which that paper has hitherto been conducted, is still in the land of the living. He is the quondam Bengally editor of the *Gyannaneshun*. His writings, as far as we have been able to judge, are always characterized by good sense and a vigorous style. Being freed from the trammels of Hindoo superstition, he gladly embraces every opportunity of exposing the folly of his bigotted countrymen, and shewing the great utility of cultivating European knowledge. In saying this, we do not in the least wish to detract from the merits of Sreenauth Roy, who, though not so well qualified as the present editor in conducting a Bengally newspaper, was nevertheless a valuable coadjutor. After this explanation our contemporaries need not entertain any fear as to the fate of the *Bhaskar*.

উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই 'সম্বাদ ভাস্করে'র প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এ কথার অন্য প্রমাণও আছে। আমি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্কর' পাইয়াছি। এই সংখ্যার ১০০১৮-১৯ [১০১৮-১৯] পৃষ্ঠায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁহার "প্রতিপালক মিত্র" শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যুতে যে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রস্তাব লেখেন, তাহার যেটুকু পড়িতে পারা গিয়াছে, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

> এজন্য এই ভাস্কর পত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে প্রথম প্রকাশ করি, * * * * লিখিব এবং আবশ্যক মতে টাকা * * * লইব, যাহা লভ্য হইবে শ্রী * * * শ্রীনাথ রায় আমারদি * * * * মাত্র সম্পাদক হইয়া * * * করিতে লাগিলেন, এবং * * * কিঞ্চিৎ কাল পরেই রসরাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কটক হইতে আসিয়া পূর্ব্বালাপিত শ্রীনাথ রায়ের সঙ্গে আমারদিগের বাসায় আসিয়া রহিলেন, তাহাতেই রসরাজ পত্র কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন, এবং দুই ব্যক্তিই আমারদিগের বাসায় রহিলেন, তৎপরে রাজনারায়ণ রায় রসর * * * মনে করিলেন ঐ পত্রে তাঁহার দুর্নাম প্রকাশ হইয়াছে অতএব ঐ পরাক্রান্ত রায় যিনি রাজা রাজনারায়ণ নামে অভিমানী হইয়াছেন, তিনি ৬০।৭০ জন বরকন্দাজ পাঠাইয়া আমারদিগের বাসার চতুর্দ্দিগে বাগানে২ * * *

'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথমাবস্থায় সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ১৮৪৪-৪৬ সনের কতকগুলি সংখ্যা দেখিবার সুবিধা হইয়াছে ; তাহার প্রত্যেক সংখ্যার শেষে এইরূপ লেখা আছে,—

---

* "We regret to announce the death of the Editor of the *Bhaskar*, Sreenauth Roy..." —The *Friend of India* for October 31, 1840.

১৮৪০ সনে 'ভাস্কর'-সম্পাদক শ্রীনাথ রায়ের ৪৪ পৃষ্ঠার একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি এখনও কোথাও দেখি নাই ; এখানি পাওয়া গেলে হয়ত তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইবে।

সম্বাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতা শিমুলিয়ার হেদুয়ার উত্তর বড় রাস্তার ধারে রায়ের পুষ্করিণীর পশ্চিমাংশে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটীতে প্রতি মঙ্গলবারে ভাস্কর যন্ত্রে প্রকাশ হয়।

১৪ জানুয়ারি ১৮৪৮ (২ মাঘ ১২৫৪) হইতে সাপ্তাহিক 'সম্বাদ ভাস্কর' অর্দ্ধ-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সম্বাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

মাঘ, ১২৫৪।...২ মাঘ দিবসাবধি সংবাদ ভাস্কর পত্র সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশ হইতেছে। *

এই সময় হইতে প্রতি সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত,—

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

১২ এপ্রিল ১৮৪৯ (১ বৈশাখ ১২৫৬) তারিখ হইতে 'সম্বাদ ভাস্কর' সপ্তাহে তিন বার করিয়া—মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি বার প্রাতঃকালে বাহির হইতে থাকে। এই তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইল :—

আমরা অদ্যাবধি ভাস্কর পত্রকে সপ্তাহে বারত্রয় অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, শনিবার, মঙ্গলবার এই তিনবারে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম,...

অদ্যাবধি ভাস্কর পত্র প্রতি পৃষ্ঠায় চারি২ কলমে পূর্ব্বোক্ত তিন দিনে তিন তক্তা কাগজে প্রকাশারম্ভ হইল, ইহার মুখ্য কারণ এই যে গ্রাহক মহাশয়েরা আমারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন,...ভাস্করের প্রত্যেক পৃষ্ঠার চতুঃপার্শে স্থান বৃদ্ধি করিলাম, ইহাতে পূর্ব্ব ভাস্করের দুই কলম বৃদ্ধি হইল, সপ্তাহে তিনবারে ছয় কলম অধিক লিখিতে পারিব অথচ মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না, এবং শুক্রবারের ভাস্কর যাহা চারি আনা মূল্যে দরিদ্র গ্রাহকগণকে দিয়াছি দিবস পরিবর্ত্ত হইয়া তাহা বৃহস্পতিবারে আসিল, দরিদ্র গ্রাহকেরা ঐ চারি আনা মূল্যে বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্কর পাঠ করিতে পারিবেন।

শোভাবাজারের কমলকৃষ্ণ বাহাদুর অনেক সময় 'সম্বাদ ভাস্করে' লিখিতেন। ১৭ আগস্ট ১৮৫৪ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' দেখিতেছি :—

আমি চিকিৎসকদিগের এবং বান্ধবগণের পরামর্শ ক্রমে জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য শ্রীযুক্ত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের টিটাগড়ির উদ্যানে গমন করিয়াছিলাম পরম বন্ধু বাবু আমাকে সে স্থানে উত্তমাবস্থায় রাখিয়া আমার প্রতি অসীম যত্ন প্রকাশ করেন তাহাতে আমি সম্পূর্ণ রূপে নিরাময় হইয়াছি...। যাঁহারা সমাচার পত্র লিখনে যোগ্য পাত্র হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এ দেশের মান্যবর বংশধর, আমার পীড়া সময়ে তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে ভাস্করোদর পরিপূর্ণ করিয়াছেন আমি বোধ করি বিদেশীয় পাঠক মহাশয়েরা বান্ধবগণের লেখা আমার লেখা নয় এমত বিবেচনা করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত যুবরাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর গৌডীয় ভাষায় সমাচার পত্র সম্পাদনে এমত সুশিক্ষিত হইয়াছেন রাজা রামমোহন

---

* "সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

রায় যদ্যপি জীবিত থাকিতেন তবে উক্ত রাজা বাহাদুরের লেখা দেখিয়া অসীম ধন্যবাদ দিতেন,...এই ধনেশ্বর যুবরাজ বাহাদুরও আমার শয়নাবস্থায় আমাকে ঔষধ পথ্য দিয়াছেন এবং ভাস্কর পত্র লিখিয়াছেন,...। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ (২৪ মাঘ ১২৬৫) তারিখে গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন। অতঃপর তাঁহার পালিত পুত্র* ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশ করিতে থাকেন।

'সম্বাদ ভাস্কর' বহু দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা সে যুগের একখানি উৎকৃষ্ট সমাচারপত্র।

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের রচনার নিদর্শন ঃ—

শ্রীযুত বেথুন সাহেব শুভক্ষণে কলিকাতা নগরে বালিকা শিক্ষার সূত্র সঞ্চার করিয়াছিলেন তাঁহার উৎসাহ দর্শনে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরাও স্থানে২ স্ত্রীশিক্ষালয় করিতে উদ্যোগী হইলেন, বারাসত, নিবাধই প্রভৃতি কতিপয় গণ্ডগ্রামে বালিকা শিক্ষালয় হইয়াছে, তেলিনীপাড়ার ভূম্যধিকারি মহাশয়দিগের [অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়] বিদ্যালয় হইলেই অন্যান্য মহাশয়েরাও ঐ সকল মান্যবরদিগের কার্য্যের পশ্চাৎ শোভা করিবেন।

অদূরদর্শিরা কহেন মহিলারা অবলা, তাহারদিগকে শিক্ষা দিলেও সুশিক্ষা করিতে পারিবেক না, কেহ২ ইহাও বলেন স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা দান করিয়া উপকার কি, আমরা এক স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বিপক্ষ পক্ষের এই দুই আপত্তির উত্তর করি, অনুভব হইতেছে আমারদিগের প্রস্তাব পাঠে বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা ঐ স্ত্রীলোককে দেখিতে উৎসাহ প্রকাশ করিবেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রাম নিবাসি ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীযুত চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী দ্রবময়ী দেবী বালিকাকালে বিধবা হইয়াছিলেন, আমারদিগের অনুভব হইতেছে ইংরেজাদি পাঠক মহাশয়েরা অনেকে ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে তাহা জানেন না অতএব এই বিষয়টাও সংক্ষেপে লিখিয়া যাই।

বৃদ্ধ পরম্পরা শ্রুত আছে ব্যাসদেব ব্রাহ্মণবোধে এক ধীবরকে নমস্কার করিয়াছিলেন তাহাতে ধীবর ভীত হইয়া কহিল মহাশয় আমি জালজীবী, ব্রাহ্মণ নহি, আমাকে কি জন্য মহাশয় নমস্কার করিলেন, তাহাতেই ব্যাস তাহাকে যজ্ঞোপবীত দেন, সেই ব্যক্তির বংশেরাই ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা কৈবর্ত্ত জাতির পুরোহিতের কর্ম্ম করেন, কিন্তু ব্যাস ধীবর কন্যার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য মাতৃকুল ব্রাহ্মণ করিয়াছেন ইহাও হইতে পারে।

---

* শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-লিখিত "৺পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ" ('বিজয়া', পৌষ ১৩১৯, পৃ. ৮১, ১৮৭) দ্রষ্টব্য।

দ্রবময়ী বালিকা কালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সাতখানা মূল সাতখানা টীকা এবং অভিধান পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার স্বকন্যার বুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার পড়াইলেন এবং ন্যায় শাস্ত্রের কিয়দংশও শিক্ষা দিলেন, পরে দ্রবময়ী গৃহে আসিয়া পুরাণ মহাভাগবতাদি দেখিয়া হিন্দুজাতির প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলেন, এইক্ষণে দ্রবময়ীর বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর, পুরুষেরা বিংশতি বৎসর শিক্ষা করিয়াও যাহা শিক্ষা করিতে পারেন না, দ্রবময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাঁহার টোলে ১৫।১৬ জন ছাত্র আছেন, দ্রবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার টোলে ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার, ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়াইতেছেন, তাঁহার বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকেরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন, দ্রবময়ী কর্ণাট রাজার মহিষীর ন্যায় যবনিকান্তরিতা হইয়া বিচার কয়েন না, আপনি এক আসনে বৈসেন, সম্মুখে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাঁহার মস্তক এবং মুখ নিরাবরণ থাকে, তিনি চার্ব্বঙ্গী যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালীন অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, গৌড়ীয় ভাষায় বিচারেতেও পরাস্ত হয়েন, দ্রবময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিম্বা সরস্বতী হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায়, এ স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য কাহার উৎসাহ না হয় এবং তাঁহার আহারাচ্ছাদনাদির সাহায্যার্থ কোন দয়াশীল মহাশয় ব্যগ্র হইবেন না, প্রত্যক্ষের অপলাপ নাই, যাঁহার ইচ্ছা হয় বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া দ্রবময়ীকে দেখুন, তাঁহার সহিত বিচার করুন আমরা দ্রবময়ীর বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিলাম যদি ইহার একবর্ণ মিথ্যা হয় তবে আমারদিগকে মিথ্যাজল্পক বলিবেন, এরূপ সতী বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে এদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।—'সম্বাদ ভাস্কর', ৭ বৈশাখ ১২৫৮।

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—১৮৪৪-৪৬ (অসম্পূর্ণ এবং কীটদষ্ট)।

১৮৪৯ ও ১৮৫৪ সন (অসম্পূর্ণ)।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য :—১৮৫১ সন (অসম্পূর্ণ)।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১৮৫৮, অক্টোবর ২, ২৬। ১৮৫৯, মার্চ ২৯, এপ্রিল ৫। ১৮৬১, নবেম্বর ২৮, ডিসেম্বর ৭। ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে এই কয় সংখ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় *Indian Historical Quarterly* (ii. 1926, pp. 55-57) পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্বাদ রসরাজ

২৯এ নবেম্বর ১৮৩৯ (১৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 'সম্বাদ রসরাজ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার সঠিক প্রকাশকাল এত দিন জানা ছিল না। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

জগদ্বঞ্চক বিশ্ব নিন্দুক সম্বাদ রসরাজ নামা…ঘৃণিত পত্র সন ১২৪৬ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ সৃজন হইয়াবধি…

কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। এক জন লেখক লিখিয়াছেন, কালীকান্ত কাগজখানি প্রথমে প্রচার করেন; বছর দুই পরে ইহা 'ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের হস্তে ন্যস্ত হয়।* কিন্তু গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ রসরাজে'র প্রকৃত পরিচালক হইলেও কাগজে সম্পাদকরূপে নাম থাকিত কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের। কালীকান্তের পর কিছু দিন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের নামে কাগজখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। "১ সংখ্যা ১০ বালম" (১৩ এপ্রিল ১৮৪৯) 'সম্বাদ রসরাজে'র সর্ব্বশেষে দেখিতেছি,—

এই সংবাদ রসরাজ পত্র প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার প্রাতঃকালীন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যে দ্বারা ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হয়।

১৩ মে ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রেও প্রকাশ,—

বৈশাখ, ১২৬০।—রসরাজের নামধারী সম্পাদক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন করিয়াছেন।

অতঃপর 'সম্বাদ রসরাজে'র সম্পাদকরূপে ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম আমরা পাই। ২ মার্চ ১৮৫৪ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে (পৃ. ৫৪৯) প্রকাশ,—

রসরাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় গত সোমবার… ।

'সম্বাদ রসরাজ' প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, কিন্তু শীঘ্রই সপ্তাহে দুই বার করিয়া—প্রতি মঙ্গল ও শুক্র বারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছিল; কোন ভাল বাংলা সংবাদপত্রেরও বোধ হয় এত গ্রাহক ছিল না।

গালিগালাজ ও অশ্লীল রচনা প্রকাশ করিয়া 'সম্বাদ রসরাজ' অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছিল, এবং ইহার ফলে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের একাধিক বার কারাবাস ঘটে।

কাসিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ ও তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করায়, ১৮৪৩ সনের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে রাজা কৃষ্ণনাথ কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে 'রসরাজ'-সম্পাদকের নামে মানহানির মকদ্দমা রুজু করেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' একই সম্পাদকীয়

* "History of the Press in India," by S. C. Sanial.—*Calcutta Review*, Jany. 1911, p. 35*n*.

দায়িত্বে প্রকাশিত হইত। এই কারণে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই দোষী সাব্যস্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে 'ফ্রেণ্ড-অব্-ইণ্ডিয়া' (১৯ জানুয়ারি ১৮৪৩) লিখিয়াছিলেন :—

The Editor of the *Rusoraj*, a native paper, was on Saturday [14 Jany.] found guilty of a libel on Rajah Kishennath Roy. A more infamous libel, has never stained the pages of a Native Journal. It is calculated to throw no little discredit on the Native Press, that this paper, which has been pre-eminently for its filthy attacks on character, should be published under the same editorial responsibility as the *Bhaskur*, which is remarkable for its talent. It is no credit to Native society that four hundred copies of this *Rusoraj* should find purchasers in it.

১৭ জানুয়ারি ১৮৪৩ তারিখে বিচারপতি সার্ জন্ পিটার গ্রাণ্ট এই মানহানির মকদ্দমায় রায় দেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ১লা ফেব্রুয়ারি 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' পত্র যাহা লেখেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভাস্কর সম্পাদক।—গত মাসীয় সপ্তদশ দিবসে ভাস্কর সম্পাদক স্যার জন পিটসের সমীপে আনীত হইলে জজ সাহেব রাজা কৃষ্ণনাথের আচরণ বিষয়ে কুৎসিত পত্র প্রকাশের বিবরণ করিয়া তাহাকে কহিলেন যে লোকের গ্লানি করিবার নিমিত্ত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দেওয়া যায় নাই সুতরাং গ্লানিকারক ব্যক্তির অবশ্য দমন করা উচিত, ইত্যাদি কহিয়া উক্ত সম্পাদকের ৫০০ টাকা দণ্ড ও ছয় মাস কারারোধ আর সহস্র মুদ্রার মুছলেকা, এবং ৫০০ শত টাকার দুই প্রতিভূ প্রদানের অনুমতি করেন, এবং কারাগৃহ হইতে মুক্ত হইলে এক বৎসরের মধ্যে রাজা কৃষ্ণনাথের নামে কোন অপবাদ না প্রকাশ করিবার আজ্ঞা দেন।

রাজা নরসিংহচন্দ্রের উক্ত সম্পাদকের প্রতি যে অভিযোগ ছিল ২৪ তারিখে তাহার বিচারারম্ভে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ স্বীয় দোষ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। রাজা তাহার দণ্ডের নিমিত্ত প্রার্থনা না করাতে জজেরা দণ্ডের পরিবর্ত্তে কেবল ৫ হাজার টাকার মুছলেখা লেখাইয়া লইতে আজ্ঞা দিয়াছেন। জজদিগের এরূপ করণের তাৎপর্য্য অবশ্য এই হইতে পারে যে তিনি ভবিষ্যতে এপ্রকার ব্যবহার না করেন।

সম্পাদক কারাগৃহে প্রবেশ করিলে আমরা এক সংখ্যক ভাস্কর এবং রসরাজ দেখিয়াছি কারাগৃহ অতি স্বাস্থ্যদায়ক, ও নির্ভয়ে বিষয় ভোগের উপযুক্ত স্থান, এবং অবস্থানের সুখ, ইত্যাদি ভাস্কর পত্রে বর্ণিত আছে ইহাতে বোধ হয় তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভগ্নোৎসাহ হন নাই বরঞ্চ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে এতাদৃশাবস্থাপন্ন হইয়াও পাঠকবর্গের উপকারার্থ সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিবেন না; যাহা হউক, ইহা সম্ভব হইতে পারে কারণ যদি সারবেন্টিস বইথিয়স, রেলি, ডিফো, এবং অন্যান্য গ্রন্থকারেরা কারাগৃহে থাকিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিতে পারিলেন তবে গৌরীশঙ্করের লেখনী কেন অসমর্থা হইবেক? আর তিনি যে অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহা গ্রন্থকর্ত্তাদিগের দুর্দশার মত বটে। গত সংখ্যক রসরাজ পত্রে তৎপত্রের আদ্যোপান্ত বিবরণ ও তৎপ্রচারের কারণ ব্যাখ্যা করত কহিয়াছেন যে সাহস পূর্ব্বক সকল লোকের দোষ প্রকাশ করিয়া পাপের দমন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দিবার জন্য এই পত্র সৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে কাহার দোষ কহা যাইবেক না কারণ তজ্জন্য ভাস্করসম্পাদকের দণ্ড হইয়াছে।

আন্দুল-নিবাসী জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ও তাঁহার কর্ম্মচারী ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল জামিন হইয়া গৌরীশঙ্করকে যথাসময়ে কারাগার হইতে মুক্ত করেন। ১৬ জুলাই ১৮৪৪ (২ শ্রাবণ ১২৫১) তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্কর' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাইয়াছি :—

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।

আমার পরম বন্ধু আন্দুলনিবাসি জমীদার উক্ত মল্লিক মহাশয় এবং তাঁহার কর্ম্মকারক শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল অদ্য সুপ্রীম কোর্টের নিয়ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন, গত শ্রা* * * * য় [২রা শ্রাবণ] দিনে জগন্নাথ বাবু আপন কর্ম্মকারক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল সহিত সুপ্রীমকোর্টে প্রতিভূ অর্থাৎ জামীন হইয়া আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত বাবু * * * ভূ পত্রে লিখিয়াছিলেন যদি আমি * * * * সমাচার পত্রে মুরশিদাবাদের মহারাজা * * * কৃষ্ণনাথের কোন অখ্যাতি প্রকাশ করি তবে দুই বাবু দুই সহস্র টাকা দণ্ড দিবেন এবং সুপ্রীমকোর্টের উত্তরদিগের আসনধারি বিচারকারি মহাশয় আমার স্থানেও লিখিয়া লইলেন এক বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণনাথের নাম করিলে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দণ্ড করিবেন, সে এক বৎসর গত কল্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, আমার বন্ধুরা অদ্য মুক্ত হইলেন, এবং আমিও পঞ্চ সহস্রি প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলাম, * * * ঐ বন্ধন মোচনকারি পূর্ব্বোক্ত দুই মহাশয়ের উপকারবন্ধনে যাবজ্জীবন থাকিতে হইল, তাঁহারা আমার যে উপকার করিয়াছেন আমি তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না।...

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

এই ঘটনার এগার বৎসর পরে—১৮৫৫ সনে 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রে লালা ঈশ্বরী-প্রসাদের কুৎসা রটনা করায় পুনরায় গৌরীশঙ্করকে ছয় মাসের জন্য কারাগারে যাইতে হইয়াছিল। সহযোগী 'সংবাদ প্রভাকর' আক্ষেপ করিয়া লিখিলেন :—

এই ১২৬১ সালে একটি বিষয় আমারদিগের সম্পাদকীয় সম্ভ্রমের পক্ষে অতিশয় লজ্জা, ক্লেশ ও কলঙ্ককর হইয়াছে।—যাঁহারা সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় আছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে কি বিলাতে, কি ভারতবর্ষে, কোন ব্যক্তির ভাগ্যে কস্মিন্ কালে এতদ্রূপ ঘটনা হয় নাই।—আমারদিগের সম্ভ্রান্ত সহযোগী ভাস্কর সম্পাদক আপনার কার্য্য ও বিবেচনা দোষে গ্লানি লেখার অপরাধে একাদশ বৎসরের পর পুনর্ব্বার কারারুদ্ধ হইয়াছেন, এইবার লইয়া দুইবার হইল, এ দণ্ড নিতান্ত লঘু দণ্ড হয় নাই, যে চারি হাজার টাকা প্রতিভূ ছিল তাহা রাজকোষে ন্যস্ত হইল, ছয় মাসের নিমিত্ত কারাবাস করিতে হইল, আবার ৫০০ টাকা দণ্ড দিতে হইবে, তদ্ভিন্ন মুক্তি পাইবার সময়ে ৫০০ টাকার করিয়া হাজার টাকার দুই জন জামিন এবং আপনাকে হাজার টাকার একখানি "মুচলেখা" লিখিয়া দিতে হইবে। সুতরাং পাঁচ ফুলে সাজিখানি বিলক্ষণ রূপেই পরিপূর্ণ হইল।

অধুনা আমরা বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই অবধি দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করুন। আর যেন অনর্থক লোকের কুৎসা ও নিন্দা লিখিয়া শত্রু বৃদ্ধি না করেন। —'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৬২ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৫)।

কিন্তু দুই-দুইবার কারাবাসের দুর্ভোগেও গৌরীশঙ্করের চৈতন্য হইল না। শেষে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারকে আক্রমণ করায় পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অবশেষে গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ রসরাজে'র প্রচার বন্ধ করিয়া সে-যাত্রা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন ঃ—

...২৮ অগ্রহায়ণের রসরাজে বিধবা বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় সর্ব্বমান্য দলপতি মহামতি মহোদয়দিগের পরিবার পরীবাদ অকথ্য অসত্য প্রকাশ করাতে ভুবনমান্য কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাজের মুণ্ডপাতার্থে দণ্ডধর হইলেন, ধীরাগ্রগণ্য অক্রোধী শ্রীমন্মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে রসরাজের নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর স্থপ্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্যোগ করাতেই রসরাজ মহাবিপদে পড়িয়া প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিল, বার২ এই তিনবার এবার জজ সাহেবেরা অল্পে ছাড়িতেন না গত বৎসর কৌনস্থলি সাহেবেরা প্রকাশ্য রূপে যে গুণ পরিচয় দিয়াছিলেন জজ সাহেবেরা তাহা বিস্মৃত হন নাই এবারে খর্পরে পড়িলেই ভাস্কর তনয়ের ভবনে প্রেরণ করিতেন এই ভয়ে রসরাজ অবনত হইয়া রাজা বাহাদুরের কমলকরে আত্মসমর্পণ করতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছে আপদের শান্তিঃ হইয়াছে, দেশস্থ ভদ্রলোকেরা ক্রুর দুঃশীল দাম্ভিক দুর্জ্জনের দুর্ব্বাক্য হইতে রক্ষা পাইয়াছেন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর চিরজীবি হউন...।—'সমাচার চন্দ্রিকা', ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ (২৪ মাঘ ১২৬৩)।

২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ (২১ মাঘ ১২৬৩) 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের মৃত্যু হয়। গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ রসরাজে' এই বিদায়-বাণী লিখিলেন ঃ—

"শোকাপনোদন" ও "রসরাজ বিদায়"

কুরুপক্ষ পাণ্ডুপক্ষ, উভয় পক্ষীয় বাহিনী মধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিমান সংস্থাপন করিলেন তখন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন 'নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্‌যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্। অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং স্বরাণামপি চাধিপত্যং॥' অর্থাৎ আমি যদ্যপি পৃথিবীতে অতুল সম্পত্তিযুক্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য আর দেবতাদিগের আধিপত্যও পাই তথাপি যে শোকেতে আমার ইন্দ্রিয় সকল শুষ্ক হইতেছে তাহার নিবারণের কোন উপায় দেখি না।

আমরা এত কাল 'আমরা২' বলিতাম এইক্ষণে আর আমরা২ বলিতে পারিতেছি না, যাঁহারদিগকে প্রাণাধিক বন্ধু জানিতাম এবং যাঁহারদিগকে আমরা জানিয়া 'আমরা২' লিখিয়াছি, যাঁহারা শঙ্কট সময়ে রক্ষা করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পীড়িত হইয়াছি ঔষধ পথ্য দিয়াছেন, যন্ত্রাগারে কি রাজদ্বারে যেখানে চাহিয়াছি সেইখানেই অর্থ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সৎপরামর্শ দ্বারা সাহসে রাখিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারাই আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্ব প্রকারে যাঁহারদিগের অনুগ্রহে আমরা, আমরা, ছিলাম তাঁহারাই যদি পক্ষান্তর হইলেন তবে আর আমরা, আমরা কৈ ? একাকী আমি, হইয়া পড়িয়াছি, অর্থাৎ এই বন্ধু বিচ্ছেদ শোক আমাকে মোহিত করিয়াছে, আমার সাহসিক স্বভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অভিলাষকে নিকটে আসিতে দেয় না, আমোদমূল পলায়নপর হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল অচল হইয়া গিয়াছে,

নয়নদ্বয় ছল২ করিতেছে, এই বন্ধু বিচ্ছেদ রূপ শঙ্কট সময়ে শোক পরিহারের উপায় কি, যদি কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্য এবং দেবরাজ রাজ্যও পাই তথাচ এ শোক নাশের সদুপায় হইবেক না, নিদারুণ শোক হৃদয় বিদারণ করিতেছে।

দেশমান্য অগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, যাঁহার সদ্গুণগণ পরিগণনা কালে আমার প্রখরা লেখনীও পরিহার স্বীকার করে এবং শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যিনি কনিষ্ঠ হইয়াও সর্ব্বাংশে ঐ জ্যেষ্ঠের ন্যায় বিশিষ্টাচারে গৌরব গরিষ্ঠ হইয়াছেন এবং অন্যান্য মান্যবর দলপতি মহাশয়গণ যাঁহারা দান মানাদি সর্ব্ব গুণে মান্য গণ্য ধন্যলাভ করিয়াছেন, ২৮ অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজ পাঠে তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন, বাস্তবিক আমি তাঁহারদিগের বিপক্ষে অন্তঃকরণেও কটাক্ষ লক্ষ্য করি নাই, তথাচ বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে আমার ঘন২ দীর্ঘ নিশ্বাস হইতেছে, বান্ধবেরাই যদি বিপক্ষ হইলেন, বিশেষে আমার সর্ব্বাশ্রয় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব? তবে শোক সম্বরণের এই মাত্র উপায় দেখিতেছি রসরাজ বিদায়, রসরাজ হইতে সকলের মনোদুঃখ হইতেছে অতএব রসরাজকেই বিদায় দিলাম, ইহাতেও কি নির্ম্মলকুল সাধুস্বভাব মহোদয়েরা প্রসন্নতা প্রদানে কৃপণ হইবেন, না, নীতি শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নহে 'স্নেহচ্ছেদেপি সাধূনাং গুণা নায়ান্তি বিক্রিয়াং। ভঙ্গেনাপি মৃণালানামনুবধ্নন্তি তন্তবঃ'॥ সাধুগণের স্নেহ সূত্র বিচ্ছিন্ন হইলেও গুণসূত্র স্নেহপাত্রকে পরিত্যাগ করে না, মৃণাল সকল ভঙ্গ হইলেও তন্তুসূত্র আবদ্ধ করিয়া রাখে।

আমি প্রসন্নতা প্রার্থনা করি, সেই গুণ মহৌষধ হইয়া আমার চিত্তকে প্রবোধ দিয়া শোক সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিবে, হে মহামহিম দলপতি মহাশয়গণ, এত কাল যেমন মহাশয়েরা মহদ্গুণে আমাকে আমরা করিয়াছিলেন, সেই মহদ্গুণ সহিত ক্ষমাদানে নিরাশ্রয় একাকী আমাকে পুনর্ব্বার আমরা করুন, আমি মহাশয়দিগের বিশেষতঃ পরমাত্মীয় শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি এ দেহে জীবন সঞ্চার থাকিতে তাহা ভুলিতে পারিব না, তাঁহার অনুরোধ প্রতিপালন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ লোকেরা অনেকে কুকর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহারদিগের দমনার্থ রসরাজ পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু রসরাজ হইতে আমরা বারম্বার নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র টাকা অপব্যয় দিয়াছি তাহাতে রসরাজ পরিত্যাগ জন্য অনেকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তৎকালে তাহা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে গৃহবিচ্ছেদ হইয়া উঠিল, রসরাজের প্রস্তাবে নগরীয় প্রধানেরা সকলেই বিরক্ত হইলেন এই কারণ আমারদিগের সর্ব্বাচ্ছাদক বন্ধু শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর কহিলেন যাহাতে সকলের মনোদুঃখ হয় এমত কাগজ রাখিয়া প্রয়োজন নাই এবং আমরাও পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম রসরাজ পরিত্যাগ করিব, ইত্যাদি নানা কারণে অদ্য রসরাজকে বিদায় দিলাম, পাঠক মহাশয়েরা আর রসরাজ দেখিতে পাইবেন না।

'সম্বাদ রসরাজে'র মৃত্যুতে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ (২২ মাঘ ১২৬৩) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যে দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, তাহাও উদ্ধৃত করিবার উপযুক্ত :—

গত দিবসের প্রভাতকাল এই জগতের পক্ষে কি সুপ্রভাত হইয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়।...

হে পাঠকগণ !—হে দেশীয় বন্ধুবর্গ !—হে সর্ব্বপ্রকার অবস্থার অধীন মানব-মণ্ডলি !—অদ্যাবধি আপনারদিগের সুখের পথের কণ্টক নিবারণ হইল, আপনারা স্বচ্ছন্দে সানন্দে নিরুদ্বেগে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সমাধা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।...যে এক বিষময়-বৃক্ষ স্বয়ং বর্দ্ধিত হইয়া কুফল প্রসব পূর্ব্বক এতদ্দেশস্থ সমস্ত জনের ঘোরতর উদ্বেগকর হইয়াছিল, সেই বৃক্ষ ছেদনের নিমিত্ত আর কুঠার ধারণ করিতে হইল না, সে কর্ম্মদোষরূপ কীটের আঘাতে আপনিই সমূলে নিপাত হইল।...এই স্থলে সকলে একত্র হইয়া অগ্রে একবার জগদীশ্বরকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক পরে মুক্তকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সুবিখ্যাত ধর্ম্মতৎপর মান্যাগ্রগণ্য দেশহিতৈষী শ্রীমন্‌মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুরকে সাধু শব্দ উল্লেখ করিয়া তাঁহার জয় প্রার্থনা করুন, তাঁহার সুখ্যাতি ধ্বনিতে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করুন, যেহেতু কেবল তাঁহারি কৃপায়, কেবল তাঁহারি প্রতিজ্ঞায়, কেবল ঐ অক্রোধির ক্রোধে, এবং ঐ মহাত্মার মহিমা প্রভাবেই সৎকার্য্যের সৎকার্য্যকারি অসৎকার্য্যের আচার্য্য বিশ্বনিন্দক ভট্টাচার্য্য স্বাপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক অনার্য্য অন্যায্য অকার্য্য-সাধন হইতে একেবারে জন্মের মত ক্ষান্ত হইলেন। রাজা বাহাদুরের এই কীর্ত্তি পৃথিবীব্যাপিনী হইয়া চিরস্থায়িনী হইল;...আহা, রাজা বাহাদুরের দ্বারা কি এক অতি মহৎকার্য্য হইল! ভাস্কর সম্পাদক অধুনা প্রবোধ পাইয়া ভয়েই হউক, অথবা বৈরাগ্য ধর্ম্মেই হউক, খলতা স্বভাব পরিহার পুরঃসর অনুতাপ করিয়া অতি ঘৃণিত অপবিত্র, অস্পৃশ্য, অবাচ্য, পরনিন্দা ও পরানিষ্ট-পরিপূরিত কুৎসিত অপদার্থ রসহীন 'রসরাজ' পত্র প্রকাশে বিরত হইলেন। আপন হস্তেই রসরাজের গলা টিপিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে? রাম রাম! রসরাজের নাম করিতে এখনো তটস্থ হইতেছি, হৃৎকম্প হইতেছে, গায়ের রক্ত জল হইয়া বলের লঘুতা হইতেছে।—যখন কেহ এমত কহিতেন, যে, ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য স্বয়ং লেখনী ধারণ পূর্ব্বক রসরাজ পত্রের সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন মনে মনে তাঁহার প্রতি কত ঘৃণা হইত। তাঁহার এই গুরুতর দোষ জন্য আমরা প্রভাকরের সহিত ভাস্কর পত্রের বিনিময় পরিত্যাগ করিয়াছি, কারণ তাহাতেও প্রায় সর্ব্বদাই অভিমান-ঘটিত অন্যান্য বিষয় প্রকাশ হয়। রসরাজ দেখা দূরে থাকুক, যাঁহারদিগের বিছানায় ঐ নিন্দিত পত্র দেখিতে পাইতাম, তাঁহারদিগের বিছানায় বসিতেও লজ্জা বোধ করিতাম। যাহা হউক, ভাস্কর মহাশয় এখন রাম বলিয়া গঙ্গাস্নান করুন, কারণ তাঁহার ঘাম দিয়া জ্বর ত্যাগ হইল, এইক্ষণে কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতি মনে মনে বিরক্ত না হইয়া সরলচিত্তে আশীর্ব্বাদ করুন, যেহেতু রাজা ওঝা হইয়া মহামন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাঁহার ঘাড় হইতে ভূত নাবাইলেন।...রাজা প্রথমে যেমন সর্ব্বাংশেই তাঁহার উপকার করিয়াছিলেন, চরমেও তাহাই করিলেন। রাজা সদয় হইয়া আমারদিগের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে আমরা তাঁহার নিকট চিরবাধ্য হইলাম। আমরা প্রকাশ্য পত্রে এবং গোপনে দুই প্রকারেই এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলাম, হে মহারাজ! সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিয়া ভাস্কর সম্পাদককে উচ্ছন্ন দিবেন না। মহাত্মা রাজা তচ্ছ্রবণে তাহাই করিলেন, অতএব ভাস্কর মহোদয় এই কথাটি চিরকাল স্মরণ রাখিবেন,...।

মৃত রাজা কৃষ্ণনাথী হেঙ্গামায় যখন প্রথমবার শ্রীঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমরা হাতে

ধরিয়া বিস্তর বুঝাইয়াছিলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছি 'ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষান্ত হউন, গালাগালি আর দিবেন না, অনর্থক পরদ্বেষী হইয়া কেন অকারণে জগতের শত্রু হইতেছেন ?' তখন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, হিত বলিয়া বিপরীত হইল, মিথ্যা করিয়া আমারদের বিরুদ্ধে অনবরতই কেবল কটু কথার বাড় ঝাড়িতে লাগিলেন, সুতরাং আমরা ক্ষান্ত হইলাম,…।

অনন্তর 'কাট খোট্টার' পালা লিখিয়া ঈশ্বরী প্রসাদী ঠেলায় দ্বিতীয়বার যখন চৌরঙ্গীর মাঠের শ্রীমন্দিরে ভোগের উপর নির্ভর করিয়া ঘণ্টা নিনাদ করেন, তৎকালেও আমরা অনেক সদুপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা না শুনিয়া এক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া বসিলেন,—আশ্রয়দাতা সাহায্যকারি শ্রীযুত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর এক মিথ্যা অপবাদ প্রদান করিয়া বিচার-স্থলে প্রকাশ্যরূপে আপনিই মিথ্যাবাদী ও গঙ্গাজোলে হইলেন। বিশ্বাসঘাতিতা ও খলতা করিয়া সর্ব্বাচ্ছাদক মহারাজের অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিলেন, উক্ত বাবু সংপূর্ণ নির্দ্দোষী ও ধার্ম্মিক, এজন্য পুণ্যবলে শঠের ষড়যন্ত্র ঘটিত শঠতা-জালে বদ্ধ হইলেন না, ধর্ম্মই তাঁহার নাম সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।…যাহা হউক, ভট্টাচার্য্য যদি তখনো সাধুলোকের কথা শুনিতেন তবে কখনো এত অপমান ও এত লজ্জা ভোগ করিতে হইত না, তৎকালে জেলখানায় থাকিয়া কেবল একটি দিন মাত্র রসরাজকে বৈষ্ণব করিয়া পরদিন আবার যে অবতার সেই অবতার হইয়া বসিলেন। স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিলেন না, পুনরায় হাটের নেড়া হইয়া হুজুক চাহিলেন, কিন্তু এখন গলায় গলায় হইয়াছে, আর রাখিতে পারেন না, থাকিতে পারেন না, কাজে কাজেই বলিতে হইল।

'এই নেও তোমার তুলসী মালা,
বম্ বম্ শাক্ত হলাম্।'

অগ্রে বলিয়াছিলেন।

'যে হাতে পূজি আমি, সোণার গন্ধেশ্বরী,
সেই হাতে পূজিব কি, কানী চ্যাংমুড়ী।'

কি করেন, হেলে নয়, ঢোঁড়া নয়, মনসার সঙ্গে বাদ, সুতরাং বাপ্‌ রে, সাপ্‌ রে বলিয়া জিব কাটিতে হইল। এইক্ষণে মনসাকে পূজা না করিলে লক্ষীন্দরকে বাঁচানো যায় না, ভেড়ার কল্যাণে মহিষটিও যায়, অর্থাৎ রাজ-বিচারে পুনঃ পুনঃ দোষী হইলে ভাস্কর পর্য্যন্ত রক্ষা পায় না, কাজেই দায়ে পড়িয়া ভদ্র হইয়া রসরাজ বন্ধ করিতে হইল…।

পরন্তু হে পাঠকগণ! এই ১২৬৩ সালের ২১ মাঘ সোমবার, আমারদিগের চিরস্মরণীয় হইল, প্রতি বৎসর এই দিনে অর্থাৎ ২১ মাঘে ভাস্কর সম্পাদককে লইয়া প্রকাশ্য রূপে একটা উৎসব করা অতি কর্ত্তব্য হয়, কারণ তিনি এই দিনে ঘৃণিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু হইলেন, সেই সভাতে সর্ব্বাগ্রে রাজা কমলকৃষ্ণকে ধন্যবাদ দিয়া পরিশেষে সম্পাদকের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে হইবেক।…সভ্যজনেরা জানিতে পারুন, বাঙ্গালি সম্পাদকেরা এত দিনের পর সভ্য হইয়াছেন, ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা সুখের যথার্থ আস্বাদন জানিতে পারিয়া কটুকাটব্য ত্যাগ করিয়াছেন, দেশহিতজনক উত্তম উত্তম বিষয় লিখিয়া পত্র পরিপূর্ণ করিতেছেন, হে মহাশয়! দোহাই দোহাই!—আপনি এইক্ষণে সুস্থির হইলে দেশটা সুস্থির হয়, অনেকের হাড়ে বাতাস লাগে,

আপনার 'মুলুকচাদী দপ্তরের' ভয় না থাকিলে তাবতেই নির্ভয়ে ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে পারেন। যুবক ও বালকেরা কুরীতি ও কুরচনার কুসংস্কার হইতে নিস্তার পাইয়া সুরীতি ও সুরচনার সুসংস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে।—নিন্দাঘটিত লিপি দোষে পরস্পর দ্বেষাদ্বেষে দেশে দ্বেষের প্রাবল্য হইতে পারে না, কদর্য্য রচনায় আর কাহারো উৎসাহ থাকে না।—ও মহাশয়! অদ্য আপনাকে প্রণাম করি, প্রণাম উপহার গ্রহণ করিয়া আমার বাঞ্ছিত মত ব্যবহার করুন, তাহা হইলে সকলেই আপনাকে মাথায় তুলিয়া পূজা করিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না। শত্রুশূন্য সংশয়শূন্য এবং উদ্বেগ-শূন্য হইয়া উচ্চমানে উচ্চ আসনে আরূঢ় থাকিবেন।

অপিচ রসরাজে আপনকার যৎকিঞ্চিৎ যে লাভ ছিল, সংপ্রতি সেই লাভের অভাব জন্য কখনই খেদ করিবেন না, সে লাভ লাভ নহে, ঘোরতর অলাভ, কারণ অন্যায়ার্জ্জিত ধন, ধন নহে, সে ধন কাক, কুক্কুর ও শূকরের বিষ্ঠা অপেক্ষাও অতি হেয়!—লোকের মিথ্যা সুখ্যাতি লিখিয়া, ভয় দেখাইয়া এবং নিন্দা করিয়া যে অর্থ, সে অর্থ অনর্থ, তাহার অপেক্ষা চৌর্য্যধন বরং ভাল। এতকাল যাহা করিয়াছেন, করিয়াছেন, তাহার আর কোন উপায় নাই, এইক্ষণে কেবল ন্যায়ার্জ্জিত ধনের উপর নির্ভর করুন, ইহাতে যদি শাকান্ন খাইয়া দিনপাত করিতে হয় তাহাতেও খেদ নাই, কেননা ন্যায় এবং ধর্ম্মধন সকল ধনের সার ধন। আপনি অধ্যাপক, ভগবদ্গীতার অর্থ পূর্ব্বক পুস্তক করিয়াছেন, অতএব আপনি ন্যায়াতীত কর্ম্ম করিয়া ধনাহরণ করেন, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।…

পুনরায় আর যেন কুপ্রবৃত্তি না হয়, কোন দল বিশেষের অনুরোধে আবার যেন আর একখানা ঘৃণিত পত্র প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার প্রবলতর প্রমাদ ঘটিয়া উঠিবে, কেহ আর বিশ্বাস করিবে না, আলাপ করিবে না, এবং নামো করিবে না, আপনি রসরাজ বন্দ করিয়া বড় বিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছেন, রাজদ্বারে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যদিও কেহ কেহ অর্থ দ্বারা আপনাকে সাহায্য করিতেন, কিন্তু দৈহিক দণ্ডের ভাগ কেহই লইতেন না, সে ভোগ কেবল আপনারি হইত, তখন 'যা শত্রু পরে পরে' এই বলিয়া সকলে কৌতুক দেখিতেন, তাঁহারা আপনাকে আস্তবলে রাখিয়া ঘোড়ার আলাই বালাই দূর করিতেন।

২১ মাঘে রসরাজের মৃত্যু হয়, ২২ মাঘে আপনি শোকাপনোদন সংবাদ প্রকটন করেন, এজন্য আমরা গত দিনকেই তাহার মৃত্যুর দিন নিশ্চয় করিলাম।…

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য ১৮৬১ সনের মে (?) মাসে 'সম্বাদ রসরাজ' পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ৬ জুন ১৮৬১ তারিখে 'ঢাকাপ্রকাশ' লেখেন:—

ইতঃপূর্ব্বে ভাস্কর যন্ত্রালয় হইতে 'সম্বাদ রসরাজ' নামে একখান সমাচার পত্র প্রচারিত হইত। মধ্যযোগে ইহার বিলোপদশা উপস্থিত হয়। সংপ্রতি উহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। রসরাজ জীবিতাবস্থায় বীভৎস রসের উদ্দীপন করিতে ত্রুটি করেন নাই। এখন আবার কি রস উদ্দীপন করেন বলিতে পারি না।

নবপর্য্যায়ের 'রসরাজে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

সতাং স্বান্তে শ্রান্তং শমসুখমসীমং প্রকটয়ন্ বিদগ্ধানাং সদ্যঃ কুসুমশরলীলাং প্রচলয়ন্।
গুণানাবিষ্কুর্ব্বন্ গুণিষু খলগর্ব্বানপহরন্ রসোদন্তোদ্গারী জগতি রসরাজো বিজয়তে॥

'সম্বাদ রসরাজ' পূর্ব্বস্বভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই। অযথা গালাগালি ও নিন্দাবাদের ফলে আবার তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইল। এই প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' পত্রের "বিবিধ সংবাদ"-বিভাগ হইতে দুইটি সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে :—

১৬ জ্যৈষ্ঠ বুধবার। ফিনিক্স সম্পাদক কহেন রসরাজ সম্পাদক আপন পত্রে এক ব্যক্তির নিন্দা লিখিয়াছিলেন বলিয়া নূতন ফৌজদারি আইন মতে ধৃত হইয়া জেলে অবস্থিতি করিতেছেন, আগামি সেসনে তাঁহার বিচার হইবে। সম্পাদককে আমরা পূর্ব্বেই সাবধান করিয়াছিলাম, তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি।—'সোমপ্রকাশ', ২ জুন ১৮৬২ (২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯)।

৩২এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।...রসরাজের ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের বিচার হইয়া ক্ষেত্রমোহনের ৫০০ টাকা জরিমানা ও ৩ মাস মিয়াদ এবং ধর্ম্মদাসের এক মাস মিয়াদ হইয়াছে। ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাস্করেরও সম্পাদক।—'সোমপ্রকাশ', ১৬ জুন ১৮৬২।

ইহার কয়েক মাস পরে 'সম্বাদ রসরাজ' নব কলেবরে উদিত হয়। ২৩ মার্চ ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

নূতন কলেবর ধারী রসরাজ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই ইহাতে এক্ষণে আর কোন অশ্লীল বিষয় লিখিত হইবে না। সম্পাদক ইহাকে সাহিত্য পত্র করিবেন কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক ইহার নামটীতেও আমাদিগের অরুচি জন্মিয়াছে। সম্পাদক এই সঙ্গে নামটীও পরিবর্ত্ত করুন।

'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের ফাইল।—

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :—"১০ বালম" ১৮৪৯-৫০ সন।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—দুইখানি সংখ্যা (১ম খণ্ড, ৩৮ ও ৪৩ সংখ্যা; ১৮৬২ সনের ১৭ জানুয়ারি ও ৭ ফেব্রুয়ারি)।

সংবাদ অরুণোদয়

এই প্রাত্যহিক সংবাদপত্র প্রকাশ বিষয়ে, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' নিম্নাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল,—

বাঙ্গালা প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের বিষয়।

মৎসুহৃদ্বর শ্রীযুত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু।

...মহানগরী কলিকাতা কমলালয়স্থ ভাগ্যধর গুণাকর মহাশয়দিগের কর্ণে অস্মদাদি কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সমাচার পত্রের দ্বারা ধ্বনিত হইয়া থাকিবেক যে সংবাদ

অরুণোদয় নামে এক প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র এক টাকা মাসিক মূল্যে কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহা ভবিষ্যতে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে তৎপ্রত্যাশায় পূর্ব্বোক্ত পত্রে অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র প্রেরণ করা যাইতেছে তদ্দৃষ্টে অনেকে অনেক মত কহিতেছেন··· ।

···এক্ষণে ঐ পত্রগ্রহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেকে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎ পত্র কি পরিমাণে কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবেক তাহা বিবেচনান্তে গ্রহণে রত হইবেন অতএব ঐ পত্রের এক আদর্শ শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণ সমীপে প্রেরণ করিব···। শ্রীজগন্নারায়ণ শর্ম্মণঃ।—১০ নবেম্বর ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

১৮৩৯ সনের শেষাশেষি সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে এই দৈনিক পত্রখানি জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।* কাগজখানি কয়েক মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

জীবিত ও মৃত সাময়িক-পত্রের তালিকা

১৮৪০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবজারভার' নামক ইংরেজী মাসিক পত্রে (পাদরি মর্টন-লিখিত) এদেশীয় মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে ১৮৩৯ সন পর্য্যন্ত জীবিত ও মৃত সাময়িক-পত্রগুলির নাম নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল :—

জীবিত পত্র

নাম	প্রথম প্রকাশ-কাল	সম্পাদক
১। সমাচার দর্পণ	১৮১৯ [১৮১৮]	জে সি মার্শম্যান
২। সমাচার চন্দ্রিকা	১৮২২	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	রামচন্দ্র মিত্র
৪। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	১৮৩৫	উদয়চন্দ্র আঢ্য
৫। সংবাদ প্রভাকর †	১৮৩৬	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৬। সম্বাদ সৌদামিনী	১৮৩৮	কালাচাঁদ দত্ত
৭। সম্বাদ ভাস্কর	১৮৩৯	শ্রীনাথ রায়
৮। বঙ্গদূত †	"	রাজনারায়ণ সেন
৯। সম্বাদ রসরাজ	"	কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
১০। সংবাদ অরুণোদয় ‡	"	জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

* "The Calcutta Native Press"—The *Calcutta Christian Observer*, Feby. 1840, pp. 61, 66.

† বহু দিন বন্ধ থাকিবার পর পুনঃপ্রকাশিত। ‡ এক খণ্ড নমুনা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

মৃত পত্র

সাপ্তাহিক :—

		সম্পাদক	
১।	সম্বাদ কৌমুদী	সম্পাদক	৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়
২।	সম্বাদ তিমিরনাশক		কৃষ্ণমোহন দাস
৩।	সম্বাদ সুধাকর		প্রেমচাঁদ রায়
৪।	সম্বাদ রত্নাকর		ব্রজমোহন সিংহ
৫।	সম্বাদ রত্নাবলী		জগন্নাথ মল্লিক
৬।	সম্বাদ সারসংগ্রহ		বেণীমাধব দে
৭।	অনুবাদিকা		প্রসন্নকুমার ঠাকুর
৮।	সমাচার সভা রাজেন্দ্র		মৌলবী আলি মোল্লা
৯।	সম্বাদ সুধাসিন্ধু		কালীশঙ্কর দত্ত
১০।	সম্বাদ গুণাকর		গিরিশচন্দ্র বসু
১১।	সম্বাদ মৃত্যুঞ্জয়ী		পার্ব্বতীচরণ দাস
১২।	দিবাকর		গঙ্গানারায়ণ বসু

মাসিক :—

১৩।	বিজ্ঞান সেবধি		এম ডবলিউ উলিষ্টন সাহেব এবং গঙ্গানারায়ণ সেন
১৪।	জ্ঞানোদয়		রামচন্দ্র মিত্র
১৫।	জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ		রসিককৃষ্ণ মল্লিক
১৬।	পশ্বাবলী		রামচন্দ্র মিত্র

তালিকাটি নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নয়। ইহাতে অনেকগুলি সাময়িক-পত্রের নাম বাদ পড়িয়াছে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দিগ্‌দর্শন', 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পরিশিষ্ট—ক

Mr. W. B. Bayley's Minute

dated 10th October 1822.

The subject which has been brought under the notice of the Board in Mr. Adam's Minute of the 14th August demands in my opinion the most serious consideration.

Mr. Adam has very fully discussed the important question of the freedom of the Press in its application to the present state of society in this country ; he has stated his conviction that the licence recently claimed and exercised in this respect has tended to weaken the proper influence of the Government and to excite much discontent and insubordination without any compensating benefit, and he has suggested that the attention of the authorities at home be drawn to the subject, in order that they may determine whether any steps should be taken to procure an Act of the Legislature vesting the Governments in India with sufficient power to restrain the abuses of the Press, and to correct the evils which are to be anticipated from its continued and increasing licentiousness.

In the view which Mr. Adam has taken of this important subject I entirely concur, and I regret that he has abstained from discussing that branch of the question which relates to the Native Press.

Feeling, however, as I do that the latter may be converted into an engine of the most serious mischief, I shall submit to the Board some brief remarks on the recent establishment in Calcutta of Newspapers in the Native Languages, and shall state the grounds on which I consider it essential that the Government should be vested with legal power to control the excesses of the Native as well as of the European Press.

Previously, however, to entering upon that topic, I propose, with reference to the publication which more immediately led to Mr. Adam's Minute, to advert to the circumstances under which Mr. Jameson's appointment to the office of Superintendent of the School for Native Doctors took place, and also to notice some other points connected with the general question.

The outline of the plan of the School for Native Doctors was originally drawn up by Mr. A. Russell, an officiating member of the Medical Board, whose zeal for the interests of the Medical Department, whose long and very able services under this Government and whose honorable character, both in his private and professional life, are well known to every Member of the Board.

Warmly interested as Mr. Russell was in the adoption and success of his plan, he felt persuaded that it would end in disappointment unless the officer who might be selected to superintend the institution in the first instance should possess qualifications for the task of no ordinary description.

I can personally speak to the anxious consideretion with which Mr. Russell weighed the character and qualifications of the Members of the

Medical branch of the Service, and of the conscientious motives by which he was actuated in ultimately suggesting Mr. Jameson as the individual who in his judgment was best fitted for the task. I am persuaded that the Government, concurring in opinion with the Medical Board as to the qualifications of Mr. Jameson, selected that officer with an exclusive view to the public interests. With these impressions I naturally regard the publication in the *Calcutta Journal* more immediately under consideration as in the highest degree objectionable and improper.

It not only contains a gross attack on the professional and official character of a very honorable and distinguished servant of this Government, but as it appears to me substantially charges the Supreme Government with a violation of its duty, and reflects upon its proceedings in a manner neither consistent with decency nor with truth.

I shall not, however, dwell on the conduct of the Editor of the Journal on this or on other occasions as I earnestly trust that the measure adopted by the Governor General in Council on the 5th ultimo will be effectual in restraining further licentiousness on Mr. Buckingham's part If it should not, the consequent infliction of the threatened penalty will be deemed by every sober minded man acquainted with this country as a proceeding fully justified by all that has past and indispensable to the maintenance of the dignity and authority of the Government.

The motive which influenced Government in removing the Censorship is justly stated by the Governor General in his Minute, but as the actual circumstances which immediately led to the resolution are not upon record, I shall, I trust, be excused for briefly noticing them in this place.

The control exercised by the Chief Secretary to Government in revising the Newspapers previously to their publication had existed ever since the year 1799. It was established during the administration of Lord Wellesley and the rules which were prescribed for the conduct of the Editors of Newspapers and for the guidance of the Chief Secretary are inserted in the margin.*

---

* *Rules for the Editors*

1st Every Printer of a Newspaper to print his name at the bottom of the paper.

2d Every Editor and proprietor of a paper to deliver in his name and place of abode to the Secretary to Government.

3d No paper to be published on a Sunday.

4th No paper to be published at all until it shall have been previously inspected by the Secretary to the Government or by a person authorized by him for that purpose.

5th The penalty for offending against any of the above regulations to be immediate embarkation for Europe.

Rules for the Secretary

1st To prevent the publication of all observations on the state of public credit, or the revenues, or the finances of the Company.

2d All observations respecting the embarkation of Troops, Stores, or Specie, or respecting any Naval or Military preparations whatever.

3d All intelligence respecting the destination of any Ships, or the expectation of any, whether belonging to the Company or to individuals.

4th All observations with respect to the conduct of Government or any of its officers, Civil or Military Marine, Commercial or Judicial.

5th All private scandal or libels on individuals.

6th All statements with regard to the probability of War or peace between the Company and any of the Native powers.

7th All observations tending to convey information to an enemy, or to excite alarm or commotion within the Company's Territories.

8th The republication of such passages from the European Newspapers, as may tend to affect the influence and credit of the British power with the Native States.

Some of those rules were applicable only to a state of War ; the operation of others had not been uniformly or rigidly enforced, and of late years the duty of the Censor had been exercised in a manner which, while it prevented the publication of articles calculated to weaken the authority of Government, to shock the religious feelings or prejudices of the Natives or to violate the peace and comfort of Society, allowed to the Editors sufficient scope for the useful discussion of questions of general or local interest.

The circumstance which in the year 1818 led to the change in the system of control exercised by the Censor occurred during the time when the duty of examining the Newspapers previously to their publication devolved upon me in my capacity of Acting Chief Secretary to Government.

A person of the name of Heatly born in Bengal whose father was an European British subject and his mother a native of India became the sole proprietor and Editor of the *Morning Post*, one of the Calcutta Newspapers.

In the month of April 1818, I had judged it expedient to expunge some paragraphs from his paper which I thought open to serious objection.

He waited upon me in person and after some unavailing attempts on my part to convince him of the inexpediency of his inserting the passages in question in his paper, he intimated to me that he should nevertheless persist in publishing them, and that as a Native of India he was liable to no legal penalty for refusing to comply with the injunctions of the Censor.

The paragraphs in question having been actually published, I lost no time in reporting the circumstance to the Vice President in Council.

The obvious inutility of maintaining the Office of Censor, unless legal power could be vested in the Government to support his authority, as well as the importance of obtaining such legal powers, was immediately felt and acknowledged by the local Government, but it was resolved to suspend the adoption of any resolution on the subject until the return of the Governor General who was then in the Western Provinces.

On His Lordship's arrival at the Presidency, the consideration of the subject was resumed, and it was finally resolved on the 19th of August 1818 to abolish the Censorship, and to substitute in its place some general rules for the guidance of the Editors, calculated to prevent the discussion of topics likely to affect the authority of this Government or to be injurious to the public interests.

The establishment of rules of that nature was of such obvious expediency with reference both to the structure of our Government, and to the limited extent and component parts of the British Society in India, that no apprehension was entertained of the probability of their being grossly and systematically violated by any British Editor.

The discretionary power however known to be vested in the Supreme authority of removing any British subject whose conduct might be such as to render him undeserving of the confidence and protection of the Government, was considered to be abundantly sufficient either to discourage any wanton or dangerous abuse of the Press by a British Subject, or to vindicate the authority of the Government, if recourse to extreme measures should in any instance be found necessary.

It was however fully felt and acknowledged at the time, and the fact is adverted to in the Governor General's Minute, that the Government did

not possess legal power to enforce any rules for the regulation or control of the Press, so far as related to publications issued within the limits of the Jurisdiction of the Supreme Court when conducted by persons coming under the denomination of Natives.

It was in consequence intended by Government to point out to the Court of Directors this defect, with a view to obtain sufficient legal authority to control the Press, when in the hands of individuals not being British European Subjects. I do not find however that any Official representation has yet been made to the Court of Directors on this subject, and until the recent establishment of Newspapers in the Native languages, the question has not been again brought under the consideration of Government, by any specific act of impropriety on the part of persons not being British European Subjects.

I concur in the opinion expressed by the Governor General, that the removal of Mr. Buckingham from the country would very probably be followed by the substitution in his room of one or more individuals, who not being British European Subjects, could not be visited by a similar penalty.

The establishment of such a system of counteraction, aided and superintended as it probably would be by those who now support the *Calcutta Journal*, might certainly be attended with consequences even more injurious to the public interests, than those already experienced.

Such individuals (as in the instances of Mr. Heatly or Mr. Charles Reed) might undoubtedly become the real or nominal Editors and proprietors of the Newspapers and might circulate the most licentious publications without incurring any danger or responsibility, unless they should be so unguarded as to subject themselves to the penalties of the English law of Libel, and even then the excited state of feeling which prevails amongst the class of individuals from whom Petty Juries in Calcutta are formed, would render the success of legal prosecutions for libel exceedingly doubtful.

The same remarks are applicable to Natives being the Editors and publishers of Newspapers in the languages of the country.

So long therefore as the Press is under no other legal restraint than that imposed by the vague apprehension of conviction and punishment for libel, it will be in the power of factions or mischievous individuals, acting either under the influence of British European Subjects, or independently of such influence, to disseminate the most injurious reports and in various ways to embarrass the proceedings and weaken the authority of the Government, and it may reasonably be asked whether with reference to the present state of this Society, and to the constitution of the Local Governments in India, such evils are likely to be compensated by any advantages derivable from a Free Press, either as it affects the Native population, or British born Subjects residing in India.

With regard to the latter class, it is well known that under the system of policy hitherto pursued by Great Britain, their access to India is repressed and discouraged ; and that beyond the precincts of the towns of Calcutta, Madras and Bombay the acquisition and possession by them of real property is prohibited.

Of the number of British Subjects actually resident, a considerable proportion have no legal authority for residing here, and those who possess

such legal authority are liable to be removed from the country, whenever their conduct may, in the judgment of the Governor General, appear to be such as to render them undeserving of countenance and protection.

Independently of British Subjects in the immediate service of His Majesty or of the Honorable Company or paid and supported by the Government in subordinate situations, the total number of British Subjects residing in India is exceedingly small.

I have not the means of immediately ascertaining the actual number of such individuals residing within the territories subordinate to the Presidencies of Fort St. George and Bombay.

As far as relates to this Presidency however, I can venture to assert, that the total number of such British Subjects does not exceed the proportion of one to 50,000 Natives, and that beyond the immediate precincts of Calcutta and its suburbs, the proportion is less than one to one hundred thousand.* It is however a portion of this small class of persons which arrogates to itself an influence similar to that really possessed by the public of Great Britain, and claims to exercise a beneficial control over the acts and policy of the Government through the medium of a Free Press.

Supposing for a moment that the interests of that class might be partially promoted by the operation of a Free Press, would it be wise for the sake of such an advantage to overlook the consequences which might ensue from any diminution of the influence and authority of the Government over its own servants and Native Subjects?

The stability of the British dominion in India mainly depends upon the cheerful obedience and subordination of the Officers of the Army, on the fidelity of the Native Troops, on the supposed character and power of the Government, and upon the opinion which may be entertained by a superstitious and unenlightened Native population of the motives and tendency of our actions as affecting their interests.

The liberty of the Press, however essential to the nature of a free state, is not in my judgment, consistent with the character of our institutions in this Country, or with the extraordinary nature of our dominion in India.

The Natives subject to the British Government in India do not amount to less than 80 millions. No portion of this number are represented in any form. They have no voice or participation in framing or administering the Laws (which are enacted or rescinded at the mere discretion of the Government), in apportioning the revenue or taxes levied from them, in revising the public expenditure, or in controlling the administration. The Government in its relation to them is in fact substantially and necessarily despotic.

In such a state of things, is it desirable that any factious or discontented individual should have it in his power to publish and circulate strictures calculated to excite dissatisfaction amongst his brother Officers with regard to their prospects and situation in life, to canvass the propriety of orders issued by his Superior Officers, or by other direct or indirect methods to encourage and disseminate opinions adverse to subordination and discipline? Is it desirable that any one should have it in his power to weaken the fidelity of the Native Troops by dwelling on the fatigues, privations and hardships to which they are subjected, and the restrictions by

* The number of British European Subjects not in the Service or pay of His Majesty or of the Honble Company residing beyond the suburbs of Calcutta, in the territories subordinate to this Presidency, amounts to about 800, the Native population being estimated at from 45 to 50 millions.

which the most deserving are precluded from rising beyond the humbler ranks of their profession ; that on occasions when partial or temporary feelings of discontent or suspicion (such as have occurred and may again occur) prevail, they should be made acquainted with their own powers of resistance, that the Native population should be encouraged to appeal from the acts and proceedings of the Local Authorities, or of Government itself, to the tribunal of public opinion, and to seek that participation in framing the Laws or in controlling the measures of the Executive Government which is exercised by the representatives of the people in a free state ? It may be said that these and other similar dangers and inconveniences are altogether chimerical, or at all events of improbable and remote occurrence. Judging however from what we have already seen, I think that some of these and other injurious consequences would ere long be experienced, and thinking so, I apprehend, that the unfettered liberty of the Press, as it exists in our Native country, is totally unsuited to the present state of our dominion in the East.

But even admitting the sophistry to pass current which asserts the advantages of a Free Press and Independent Journals conducted by Englishmen, in subjecting the acts of the Indian Authorities to the scrutiny of the British Public, the wildest reformer will scarcely argue seriously (if at least our Empire in Hindoostan is to be maintained) that it is wise or politic to allow our Native Subjects unrestrained liberty of discussing and publishing in the Native languages, speculations on points of the nature above noticed or strictures on the proceedings of States in alliance with the Company, on the conduct, characters, and public acts of their English rulers, or on the comparative merits of the several religious systems professed by the various Nations which compose the curiously assorted population of this Presidency, and of India generally. My views extend however only to the necessity of a controlling power being lodged in the hands of the Local Governments, and by no means to the abolition of the practice of printing and circulating Newspapers or Journals in the Native languages.

It is a primary and, I will add, a most humane part of our policy in this country to adapt our laws to the state of Society, and not prematurely to introduce the institutions of a highly civilized, among a less enlightened people. The principle appears to me to be at least as applicable to the question regarding the Native Press as to any other. In England the laws regarding the Press have kept pace with the progress of public opinion and with the other institutions of a free people. The minds of men have been gradually prepared for the exaggeration and misrepresentation which must ever attend freedom of publication. But I know no language which can convey in adequate terms how foreign to the ideas of the subjects of an Asiatic State, is a Free Press employed as a means of controlling the Government. Suddenly to attempt to overturn all previous habits of thinking and acting on such subjects, would, I conceive, be a blind and hazardous neglect of all the sound and cautious lessons which experience has taught us.

I am fully sensible of the benefits which may be expected to attend eventually the operations of a Native Press, duly regulated and conducted by intelligent and well-intentioned individuals, as strikingly illustrated in the case of the periodical paper issued from the Serampore Institution under the direction of the Baptist Missionaries. No engine indeed can be conceived more powerful and effectual for diffusing useful knowledge amongst the population of this country, than a Press circulating cheaply and periodi-

cally articles of intelligence calculated to instruct and improve the public mind, under the guidance of judicious and properly qualified conductors, and in exact proportion must be the evils of an ill-regulated and licentious Press.

The measure suggested in Mr. Adam's Minute of vesting the Local Governments with the power of licensing Printing Offices seems to me highly desirable, and quite effectual for the accomplishment of the end in view. The general supervision of Newspapers published in the Native languages might under such an arrangement be vested in the Persian Secretary to Government, who should exercise a constant vigilance over the periodical News-writers, and bring to the notice of his superiors any instances of deviation from the rules and principles, which might be laid down for the guidance of persons employed in such labours. It would be superfluous however to discuss the details of the measure proposed for restraining the Native Press, until the principle of its adoption has been admitted.

That principle might, I am satisfied, be assumed as just and incontrovertible on the most general survey of the structure of our Government, the circumstances of our situation in India, and the state of Native manners and Society. Some arguments in its support may be deduced perhaps from a review of the actual proceedings thus far, of the conductors of the Native Press, and of the topics they have chosen to bring into discussion. At the same time I consider the subject of the Native Press as a question of real importance, more with the view to eventual and probable results than from any actual offence hitherto committed in the infancy of the attempt to claim for the Natives of India, a right to canvass and scrutinize through the medium of public Newspapers, the acts and motives of their rulers. Up to the present date a certain degree of caution has naturally been observed, and the apathy and want of curiosity of the Natives have prevented any very extensive circulation of the Newspapers. Still the attention of Natives of rank and education in many and distant parts of India has been roused to the contemplation of this portentous novelty, and a family so remote from the Presidency as that of the King of Dehlee have officially expressed a desire to be furnished with the Persian Newspapers. But it is evident that whilst the Government is destitute of all controlling power, as at present, over Calcutta Editors, and has no remedy for the most insidious attacks, save the uncertain one of an appeal to the Supreme Court, the papers of next week may contain some statement or discussion highly improper and offensive, and there is nothing in the tone of what has already appeared to indicate any such timidity or delicacy on the part of the Editors, as should restrain them from advancing step by step, to the end which they or their patrons obviously contemplate.

I proceed now to offer some remarks in detail on the contents of such papers in the Native languages as have fallen under my own immediate observation.

There are at present four Native Newspapers published weekly in Calcutta, two in the Bengallee and two in the Persian language. Proposals have also been recently circulated for the establishment in Calcutta of another Persian Newspaper and it is stated in the proposals, that this paper is set on foot in conformity with the wish and intimation of certain English gentlemen. A Native paper has also just appeared at Bombay. I shall confine my remarks to the Persian ones already published in Calcutta.

They are called the *Jami Jehan Nooma* and *Miratool Akhbar*, epithets both implying 'the Mirror of News.' The first is understood to be the property of, and to be principally conducted by an English Mercantile House in Calcutta. The second is the paper of the well-known Rammohun Raee.

The *Jami Jehan Nooma* made its first appearance on the 28th March last, with a notice, that it would be published weekly at a charge of two Rupees per mensem. The second number explains the scope and objects of the publication, which are declared to be the promulgation of articles of news from the English papers, etc., the procuring and making known intelligence of all that passes at the principal cities of Hindoostan, whether foreign, or within the Company's territories, and it invites, in obscure and affected language, all persons who may have any wish or plan to communicate, or any statement of facts to publish, to send the same to the Editor, who will insert it in his paper and carefully conceal the name of the writer. Conformably with the intentions thus avowed, the Editor has acted upon the principle of copying from the English papers, and publishing in Persian any article which may suit his purpose, of inserting all sorts of correspondence, and more especially of discussing openly and unreservedly the system of Government pursued in Oude, and in other States allied to the British Government.

Hitherto the notice of Hyderabad affairs has been confined to praises of Raja Chundoo Lal's character and administration, who in the paper of the 24th April is declared to enjoy so entirely the confidence of the Nizam, that not a single individual of the great nobles of the country can approach near his Highness. The articles respecting Oude have been from the beginning filled with complaints and abuse of the existing system of Government, virulent attacks upon the Minister, who is called a low, unworthy, menial, and gross charges of folly and oppression directed against the King himself. Very soon indeed after this channel was opened for the discontented parties at Lucknow, Futtighur and Cawnpoor to vent their spleen against the existing administration, all kinds of violent anonymous representations seem to have poured in, in such number, that the Editor was obliged to declare in his number of the 22nd May that many communications from Oude remained unnoticed because they had no name affixed, and that in future he must decline accepting any which were not signed or attested in some way, so that the writers might be eventually answerable, as he considered himself liable to be called to account in Court for publishing any statement 'that is either false or disparaging and tending to bring the character of another into contempt.' How little this professed sense of such a liability in reality operated is evinced by subsequent numbers, more especially that of the 24th July, in which the Editor after expressly declaring that he has been unable to judge of the truth of what is stated, brings forward a whole series of abusive and disparaging statements against the Oude Government, including a charge against the King of ordering the shops of the shawl-weavers in a certain quarter of the town to be razed to the ground without any cause, and their goods and implements of trade, valued at 10,000 Rupees, to be tossed into the river. A prior number had accused His Majesty of the inconceivable folly of taking out of his wardrobe an immense quantity of valuable articles, and setting them on fire merely to enjoy the pleasure of seeing them burn.

At an early stage of the Oude discussions, a passage appears in one of the numbers as the sentiment of a correspondent, that there is no remedy for

the evils which afflict the country, but the direct interference of the English Government. The *Calcutta Journal* goes still further, and plainly states the entire assumption of the Government of Oude as the only cure. The *Jami Jehan Nooma* of the 12th June charges the British authorities directly with injustice and disregard of the obligations of good faith, in allowing a British force to be employed against Kasim Ali, the Zemindar of Akberpore, adding however, that the British Government is bound by treaties and cannot help itself, though in reality it groans at the conduct of Agha Meer (the Minister) who is the cause of all the mischief.

In a recent number of the *Jami Jehan Nooma*, is a detailed statement of the domestic disputes which prevail in the family of the King of Oude and of the distressing events at Lucknow recently reported by the Resident in his dispatches of the 16th and 20th August last.

I cannot conceive anything more calculated to excite disgust and indignation in the mind of the King than this printed exposure of the intrigues carrying on in the interior of his Palace, and of the dissensions between himself and his nearest connections.

A subsequent number of the same Paper contains an article on Lahore News, coming from a source obviously quite different from the ordinary Native Akbars, which ascribes to Raja Runjeet Sing acts, measures and language indicating the most decidedly hostile views towards the British Government, and which may very naturally prove a ground of offence to that Chief.

The official remonstrances received from the King of Oude, and the dispatches from the Resident at Lucknow shew that the attacks above alluded to have excited very deep feelings of disgust and dissatisfaction in the mind of our Ally, who sees too certainly in such unceasing clamours against his Government, and such pointed allusions to the only remedy for his alleged mismanagement, the prospect of extended disorders and opposition, threatening the ultimate annihilation of his power; and who cannot separate from the authority of a Government supreme and despotic throughout India the lucubrations of a Press, operating under its immediate eye at the very seat of its splendour and power. To tell His Majesty that he has a remedy in the Supreme Court in the event of any libellous and unfounded statement being published, is to apprize him distinctly that there are no available means of redress open to him, as with the known inveterate prejudices of Natives of Sovereign rank in India, he would of course deem any reproach or indignity more tolerable than an appeal for justice like a common complainant to such a tribunal.

In fact the Government has already found it necessary to prohibit the Editors of the several English Newspapers from publishing attacks of this nature. One of those Editors has publicly announced to his readers, that he considers the prohibitory order in question, merely as a request on the part of Government, to be attended to or not, as suits his judgment and convenience.

The same attacks are still however continued in a form immeasurably more offensive and distressing to the existing Government of Oude, that is to say, in the very language which is read and understood by every well educated Native throughout India.

The account given in the *Jami Jehan Nooma* of the late duel between Mr. Jameson and Mr. Buckingham and the causes of it is not unworthy of

notice in this review. It not ambiguously announces to the Natives of India, the Editor of the *Calcutta Journal*, as a sort of Censor of the Government, who will not as far as his powers extend permit them to do any wrong.

I believe it is pretty well known, that as far as Native feeling is concerned regarding the Press, the impression on the part of the few who have as yet considered the subject attentively is, that Mr. Buckingham is an Akbar-Nuvees or News-Writer stationed by the King of England in Calcutta to report and deliver his opinions freely respecting the conduct of the Local Government. This is ridiculous enough at present, and it is true that the Persian Papers have as yet contained little which merits particularly serious notice or consideration, but to judge from the tone and avowed objects of their patrons and supporters, the result will probably be that the Native Editors will advance step by step and grow bold by the experience of impunity, that they will hereafter engage in the discussion of all measures, and gradually assume a right of censuring public acts and public officers, and as the law now stands, how is the Government (in a more advanced stage of public feeling) to guard effectually against their circulating statements, tending to influence and mislead in questions likely to awaken the passions and religious prejudices of the mass of our Indian Subjects, such as the abolition of *Suttees* or measures connected with the discipline or organization of our Indian Army.

The contents of the other Persian Paper the *Miratool Akbar* have been much in the same style as the above, but the Editor's known disposition for theological controversy had led him to seize an occasion for publishing remarks on the Trinity, which although covertly and insidiously conveyed, strike me as being exceedingly offensive. The circumstance in which the discussion originated was a notice in the above Paper on the subject of the death of Dr. Middleton, the late Bishop of Calcutta. After some laudatory remarks on his learning and dignity the article concludes by stating that the Bishop having been now relieved from the cares and anxieties of this world, had "tumbled on the shoulders of the mercy of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost."

The expression coming from a known impugner of the doctrine of the Trinity, could only be considered as ironical, and was noticed in one of the other papers as objectionable and offensive. It might have been sufficient for the Editor of the *Miratool Akbar* on finding that he had given offence to have expressed his regret, to have disclaimed all such intention and thus to let the subject drop. But this course was not suited to the polemic disposition of the Editor. In the Paper of the 19th July he enters into a long justification of his obituary notice and affectedly misunderstanding the real purport of the objection taken to his introduction of the mention to the Trinity, he makes use of observations which in my mind constitute an aggravation of the offence. He says "with respect to what was said of God the Father, Son and Holy Ghost, since the Preachers of the Christian religion constantly in every Church throughout the year read their articles of faith with a loud voice, not regarding the presence of either Hindoo or Mussulman, and declare their conviction that salvation is to be found only in the belief of the Three in One, what doubt can there be then, but they believe in the Three whom I have mentioned." And again "But since it seems that the mere mention in the Persian language of the essential principles of the Christian religion is an aspersion of the faith professed by

the *Governor-General* and all its followers, I shall therefore avoid this fault in future."

In the Paper of the 9th August, the discussion is revived and the objections are treated in the same style.

It is asked "if any one in inditing an obituary notice of a Hindoo should mention the Ganges or other object of worship of that nation would the Hindoos take offence," and afterwards the Editor quotes a verse which he ascribes to some Persian poet, meaning as follows :—"whose ever religion is such that the mere mention of the God of it, is a cause of shame, we may readily guess what kind of a religion that is, and what sort of a people are its professors."

A striking instance of the idle and groundless nature of the stories put forth in these intelligencers is afforded in the account recently given in the *Miratool Akbar* of an occurrence of importance at the Presidency itself—*viz.*, the visit of the Persian Prince to the Governor-General. It is said that the Marquis of Hastings sent out a *Battalion of European troops* to meet him and conduct him to the Government House, and himself received the Prince at the head of the staircase.

This exaggerated statement has been probably published with the design (and will doubtless have the effect) of spreading both in India and Persia, extremely false notions of the nature of the attentions shewn to the Prince, and of the importance attached by the Indian Government to his visit.

The following objectionable passage contained in the *Miratool Akbar* of the 4th instant has been brought under the notice of Government by the Acting Persian Secretary.

"One day the Minister, who is the Governor* of Oude, sent for Meer Fuzl Ali to give in an account of the stipend of Muhasan-ud-daula. The Prince prohibited his compliance with this requisition, and the Padshah Begum observed that she alone had the control of the said stipend and would only render an account of it when all the other accounts of the country became due.

"After this the Padshah Begum and the Prince in consequence of the enmity and malevolence of the Minister determined to move away altogether, and summoning their dependants told them that whoever would engage to follow and defend them might come—the others should receive their pay and dismissal. Every man of them solemnly engaged to adhere to their cause. The Prince accordingly gave to each, presents and shawls according to their several ranks. When the Minister saw such numbers collected together he represented to the King that the Prince had certainly conceived some evil design, and that with such disturbances threatening it was necessary to take steps for His Majesty's safety and protection. The King being taken in by the cajoling of that false Minister (literally *like Dumnah* in allusion to a Jackal in one of the well known fables of Pilpay) concurred in his suggestions. Upon which that despicable minded personage with the royal permission began to collect troops and to call for the aid of the English forces.

"The rest we shall give in the next number of our paper."

*** The terms used are "Wazir Firmaun-rawe Oude," and may be construed simply "the Minister of the King of Oude." The King however is in no other place designated by the term Firmaun-rawa.**

I refrain from noticing other objectionable passages which occur both in the Persian Newspapers above quoted, and in those in the Bengallee language. In the latter much bitter and acrimonious controversy has been introduced regarding the *Suttee* question ; were this dispute voluntarily and really conducted by the Natives without the intervention of Europeans, the discussion might lead to beneficial results.

It is obvious however that the Editors of the papers in the Native languages have already been and will continue to be liable to the influence of their European friends and patrons, and that in the progress of the free Native Press of India, the pages of the Native Newspapers may become the channel of spreading throughout the country such reports and strictures and doctrines as the bigotry, self-interest, disappointment or malignity of European British Subjects may choose to circulate. On the contrary, if superintended with prudence and under the restraint of legal authority, the Native Newspapers may be made the instrument of extraordinary and extensive benefit, in disseminating useful knowledge in correcting prejudices, and in facilitating the accomplishment of those measures which may be directed by Government, with a view to the improvement of our institutions, and to the promotion of happiness, prosperity and civilization amongst the numerous and rapidly increasing population of British India.

I earnestly hope that the authorities in England (with whom the determination of this important question must now rest) will carefully consider the subject with reference to the nature of the Society and Government of this country, and that the result of their deliberations may be such as by upholding the authority of the British Government in India, may promote the security of our dominion, and the real interest of those subject to our rule.—*Bengal Public Consultations*, Vol. 55, 17 Octr. 1822, No. 8 Minute, (India Office Records).

পরিশিষ্ট—খ

অপ্রকাশিত বাংলা সাময়িক-পত্র

সরকারী দলিলপত্র ও তৎকালীন সাময়িক-পত্র হইতে এই সময়ের আরও ছয়খানি পত্রের নাম জানিতে পারা যায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এগুলি প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। উহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

ভাগবত সমাচার

ভক্তিশাস্ত্রের অনুশীলনের উদ্দেশ্যে ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী আট পৃষ্ঠা পরিমাণের একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। ২৫ জুন ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' কাগজখানির অনুষ্ঠান-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

নিত্যপ্রকাশ

'নিত্যপ্রকাশ' নামে একখানি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য জান-বাজারের দুর্ল্ভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ৫ আগস্ট ১৮৩১ তারিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। * ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ :—

> অপর লোকপরম্পরা জ্ঞাত হইয়া গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশনামক এক সমাচার পত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক তৎপ্রকাশকের অভিপ্রায় আমরা পত্রদ্বারা অবগত হইয়াছি তিনি ঐ পত্র ১ টাকা মূল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্ছিত হইয়াছেন। তাহার কারণ কেবল নাস্তিককুল সমূল নির্ম্মূল করিবেন যেপ্রকারে রক্তবীজবধ হইয়াছিল নিত্যপ্রকাশ পত্রও তাদৃশ নাস্তিকঘাতুক হইবে অর্থাৎ নাস্তিক হইয়া মস্তকোত্তোলন করিবামাত্র বজ্রতুল্য লেখনীর আঘাত করিবেন··· ।

সম্বাদ ময়ূখ

কলিকাতা হইতে এই বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য ১৯ আগস্ট ১৮৩১ তারিখে সরকার ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। †

---

* Home Dept. Procdgs. 9 August 1831, No. 51.

† Home Dept. Procdgs. 23 August 1831, No. 55.

সম্বাদ সৌদামিনী

৯ নং সেকেণ্ড লেন নেবুতলা হইতে 'সম্বাদ সৌদামিনী' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবার জন্য নেবুতলার ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। ১৮৩১ সনের ২০এ সেপ্টেম্বর তাঁহাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। ‡

১২ নবেম্বর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ইহার অনুষ্ঠান-পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান-পত্রে প্রকাশ :—"সম্বাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা···প্রতি গুরুবাসরে স্বনাম ধামাঙ্ককারিরদিগের সন্নিধানে সমর্পণ করা যাইবেক···। সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত।"

বিরোধ রোধ

১৮৩২ সনের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' পত্রে নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

এতন্মহানগরীয় গুণগ্রাম গরীয় ও অন্যান্য দেশীয় মহাজন চয়প্রতি মদীয়া বেদনীয় লিপিময় কতিপয় পংক্তি প্রচয়—

অস্মন্মানসৈতন্নগরীয় গরানহাট্টা শাকিনে নিম্বমূল বর্ত্ম অর্থাৎ নিমতলার রাস্তার শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বিরোধ রোধ নামৈক নূতন যন্ত্রালয় প্রকাশ করিব প্রত্যুত অশেষাশেষ প্রাচীন শাস্ত্রবিশেষ যাহা এতৎপর্য্যন্ত সম্পষ্টরূপে অপ্রকাশবিশিষ্ট এবং প্রাইষ্টকরণ নবনব সংবাদ অনুবাদ প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত হইবেক তদ্বিশেষণ বিশেষরূপে পশ্চাল্লিপিদ্বারা অভিনিবিষ্ট হইবেক অধুনাভিলাস যে এতপ্রতি ব্রতী হয়েন এবং যিনি অনুগ্রহাগ্রহ হইবেন তিনি সানুকূল হইয়া উক্তধামে জনৈক প্রেরণ করিবেন··· ।

সত্যবাদী

১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র।—ইদানীং বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত সম্বাদ পত্র কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া আসিতেছিল কিন্তু এইক্ষণে পুনর্ব্বার তাহার উন্নতি দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। উন্নতির চিহ্ন এই দৃষ্ট হইতেছে যে সত্যবাদিনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে তাহার অনুষ্ঠান পত্র অদ্য আমরা প্রকাশ করিলাম।···

অনুষ্ঠান-পত্র প্রচারিত হইবার ছয়-সাত মাস পরেও কাগজখানি প্রকাশিত হইল না দেখিয়া এক জন পাঠক ১৮ জুন ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

সত্যবাদীনামক যে এক নূতন সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ও গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া এক তঙ্কা মূল্যে প্রতি সোমবারে সমাচার দর্পণের ন্যায় দুই তক্তা কাগজে প্রকাশিত হইবেক এমত কল্পনা ছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই উদ্‌যোগ দেখিতেছি না এবং তৎপত্রের সম্পাদক কে তাহাও বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি···।

‡ Home Dept. Procdgs. 20 Sep. 1831, No. 79.

পরিশিষ্ট—গ

অন্যান্য দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র

এই গ্রন্থের বিষয়-বহির্ভূত হইলেও, বাংলা ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ভাষার যে সকল সংবাদপত্র বঙ্গদেশ হইতে সর্ব্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়, তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

উর্দু সংবাদপত্র

সেকালে আমাদের দেশে অতি অল্প লোকই ইংরেজী জানিত, আর হিন্দী বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষাগুলি তখন পর্য্যন্ত এত সংস্কৃত-ঘেঁষা ও কঠিন ছিল যে, সে-ভাষা সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হইলে তাহা কেহই সহজে পড়িতে পারিত না। অন্যান্য ভাষার তুলনায় তখন ভারতবর্ষে উর্দু ভাষার—অবশ্য চলিত কথাবার্ত্তায়—বহুল প্রচলন ছিল।

জাম-ই-জাহান-নুমা

প্রথম হিন্দুস্থানী বা উর্দু সংবাদপত্রের নাম 'জাম-ই-জাহান-নুমা'। প্রাচীন পারস্য-রাজ জমসেদ একটি পেয়ালাতে সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। উহা হইতেই পত্রিকাটির নামকরণ হয়। এই সাপ্তাহিক পত্র ১৮২২ সনের ২৮এ মার্চ তারিখে কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। মৌলবী মুহম্মদ হুসেন আজাদ তাঁহার 'আবে হায়াৎ' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতাই ১৮৩৩ সালে দিল্লী হইতে উর্দু ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার অনেক পূর্ব্বে একাধিক উর্দু সংবাদপত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রাহকের অল্পতাবশতঃ ১৮২২ সনের ১৬ই মে (৮ম সংখ্যা) হইতে 'জাম-ই-জাহান-নুমা'র পরিচালকেরা কাগজখানি উর্দু ও ফার্সী ভাষায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। আবার অল্প দিন পরেই উর্দু অংশ বর্জ্জিত হইয়া শুধু ফার্সীতেই কাগজখানি প্রকাশিত হইতে থাকে।

'জাম্-ই-জাহান্-নুমা'র ফাইল।—

(১) ইম্পিরিয়াল রেকর্ড আপিস, দিল্লী:—১৮২৪ হইতে ১৮৪৫ সন পর্য্যন্ত।

(২) রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি:—১৮২৪ ও ১৮২৯-৩০ সন।

'ক্যালকাটা জর্নাল' পত্রে 'জাম-ই-জাহান-নুমা'র কয়েক সংখ্যার বিষয়-সূচি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ৮ম সংখ্যার বিষয়-সূচিতে (*ibid.*, 22 June 1822, p. 739) "ফার্সী" ও "হিন্দুস্থানী" বিভাগের প্রবন্ধের তালিকা দেখিতেছি, সুতরাং ৮ম সংখ্যা হইতেই কাগজখানি যে দ্বিভাষিক হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

সমস্‌উল আখ্‌বার

৩০ মে ১৮২৩ তারিখে এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ফার্সী ও উর্দু ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে। ইহাই উর্দু ভাষায় প্রকাশিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র।

ফার্সী সংবাদপত্র

চলিত কথাবার্ত্তায় উর্দু ভাষার বহুল প্রচলন থাকিলেও লেখ্য ভাষা হিসাবে ইহার তেমন চলন ছিল না। তখনকার দিনে দেশী সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা ছিল কম। যাঁহারা সংবাদপত্র পড়িতেন, তাঁহারা দেশের সম্ভ্রান্ত লোক। এই শ্রেণীর লোকেরা ফার্সী ভাষায় শিক্ষালাভ করিতেন, কাজেই তাঁহাদের নিকট উর্দু সংবাদপত্রের আদর ছিল না। সভ্য সমাজের ভাষা তখন ছিল ফার্সী। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে ১৮৩৭ সন পর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালতের রায়, নিম্ন রাজকর্ম্মচারীদের রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পত্রাদি ফার্সী ভাষায় লিখিত হইত। কাজেই ফার্সী সংবাদপত্র পড়িবার ও পয়সা দিয়া কিনিবার মত গ্রাহক তখন এ দেশের বড় বড় শহরে যথেষ্ট ছিল।

মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার

ফার্সী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন রামমোহন রায়। এই পত্রিকার নাম—'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার,' বা সংবাদ-দর্পণ। কলিকাতার ধর্ম্মতলা হইতে মুদ্রিত হইয়া, ১৮২২ সনের ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২২৯) শুক্রবার এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংখ্যা 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বারে'র গোড়ায় রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

> সম্পাদক জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে, পাঠকগণের মনোরঞ্জনের জন্য এই শহরে অনেকগুলি সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত অথচ ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ—বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা—তাঁহাদের পাঠের জন্য একখানিও ফার্সী সংবাদপত্র নাই; এই কারণে তিনি একখানি সাপ্তাহিক ফার্সী সংবাদপত্র প্রকাশের ভার লইয়াছেন।

যোগ্যতার সহিত এক বৎসর কাগজখানি চালাইবার পর মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক নূতন আইনের জন্য রামমোহন ইহার প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' পত্রের ফাইল।—

এই ফার্সী সংবাদপত্রের ফাইল আমি কোথাও দেখি নাই। তবে ১৮২২-২৩ সনের 'ক্যালকাটা জর্নাল' ও 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে ইহার অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচি এবং অনেক প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সেগুলি সঙ্কলন করিয়া আমি ১৯৩১ সনের এপ্রিল, মে ও আগষ্ট মাসের 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত "Rammohun Roy as a Journalist" প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

সমস্থল আখ্বার

৬ মে ১৮২৩ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্সের নকল হইতে জানা যায় যে, মুণিরাম ঠাকুর এই ফার্সী-হিন্দুস্থানী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ও মথুরামোহন মিত্র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। কলিকাতার ২৬ নং চোরবাগান ষ্ট্রীট হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। ৩০ মে ১৮২৩ (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০) তারিখে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮২৩ সনের ১৪ই জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি,—

> নবীন সম্বাদপত্র॥ শুনা গেল যে কলিকাতার চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্র পার্শী ও উর্দু ভাষাতে এক সম্বাদের পত্র সৃষ্টি করিয়াছেন সে পত্রের নাম সমস্থল আখবার ঐ পত্র প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হইবেক। তাহার ১ প্রথম সংখ্যা ১৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে অধিক সন্তোষ জন্মিয়াছে যেহেতুক মনুষ্যেরদের জ্ঞানবর্দ্ধক বিষয়ের যত বৃদ্ধি হয় তত উত্তম।

'সমস্থল আখ্বার' প্রায় পাঁচ বৎসর চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ২১ মে ১৮২৭ তারিখে 'গবর্মেণ্ট গেজেট' নামক ইংরেজী সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন :—

> We are sorry to find we have lost one of our sources of intelligence, by the discontinuance of the Persian Paper styled the *Shems al Akhbar*. The Conductor and Editor took his leave of an unthankful public, last week, in the following characteristic manner. "Be it known to all men; that from the time this Paper, the *Shems al Akhbar*, was established by me to the present day, which is now about five years, I have gained nothing by it except vexation and disappointment, notwithstanding what idle and ignorant babblers may please to assert. The inability of the public in the present day to appreciate desert, and their indifference to the exhausting and painful exertions made in their cause, verify the verse : 'I have consumed, and my flames have not been seen : like lamps in a moonlight night I have burnt away unheeded.' It is time, therefore, to desist, and withdrawing my hand from all further concern with this paper, I have determined to repose on the couch of conclusion." We, of course, wish to be understood as confining our conjecture to the ignes minores, the Editors and Proprietors of the Native Papers which owe their institution, rather to the precocious imitation of English manners, than the wants of the people...

আখবারে শ্রীরামপুর

১৮২৬ সনের গোড়ায় শ্রীরামপুর মিশন 'সমাচার দর্পণে'র ফার্সী সংস্করণ প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন। ২৫ মার্চ ১৮২৬ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নোদ্ধৃত "ইশ্‌তেহার" প্রকাশিত হইয়াছিল :—

এই সমাচার দর্পণ এক্ষণে বঙ্গদেশের তাবৎ জিলাতে ও অন্য২ স্থানে প্রেরিত হইতেছে তাহাতে দর্পণ পাঠক সকল লোক অনায়াসে নানাদেশীয় সমাচার অবগন্ত হইতেছেন এবং নূতন২ আইনও জ্ঞাত হইতে পারিবেন কিন্তু ঐ সকল জিলাতে এবং পশ্চিমদেশে এমত অনেক লোক আছেন যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনায়াসে দর্পণে অবলোকন করিতে সমর্থ হন না এবং দর্পণদ্বারা যে সকল নূতন আইন প্রকাশিত হইবেক তাহাও অবগত হইতে পারিবেন না অতএব সকল লোক যে অনায়াসে নানাদেশীয় সত্য সমাচার জানিতে পারেন এবং শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নূতন২ আইন যে অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারেন এই নিমিত্ত পরহিতাভিলাষি পরমকারুণিক শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সর্ব্বলোক হিতার্থে পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এবং আমরা আগামি এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবার অবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিব। যদি কোন মহাশয় ঐ পারস্য সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আপন নাম ও নিবাস পাঠাইলে সপ্তাহে২ ডাকদ্বারা কাগজ পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য দর্পণের মূল্যানুসারে মাসে এক টাকা ও ডাকমাসুলের চতুর্থাংশ লওয়া হইবেক। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গলার বাহিরে কাগজ লইবেন তাঁহারদিগকে কলিকাতার কোন স্থানে টাকার বরাত দিতে হইবেক যেহেতুক ছয়২ মাস অন্তর ছয় টাকার করিয়া বিল ডাকদ্বারা পাঠাইতে হইলে কোন স্থানে দেড় টাকা কোথাও বা এক টাকা ডাক মাসুল লাগিবেক এবং পরে যদি কোন কারণে পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ে পত্র লিখিতে হয় তবে পুনর্ব্বার তদ্রূপ ব্যয় হইবেক ইহা হইলে ছয় টাকা আদায় করিতে দুই কিম্বা তিন টাকা ডাক মাসুল দিতে হইবেক কিন্তু কলিকাতায় কোন স্থানে বরাত থাকিলে এত ব্যয় ও বিলম্ব ও ক্লেশ হইবেক না।

কিন্তু 'আখবারে শ্রীরামপুর' ১৮২৬ সনের এপ্রিল মাস হইতে প্রকাশিত হয় নাই; হইয়াছিল ৬ই মে হইতে। ৬ মে ১৮২৬ (২৫ বৈশাখ ১২৩৩) তারিখে প্রকাশিত উপরিউদ্ধৃত 'ইশ্‌তেহার'-এর মধ্যে এই কথাগুলি দেখিতেছি,—

·· এবং আমরা অদ্যাবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

পরবর্ত্তী সংখ্যায় (১৩ মে) পত্রিকাখানির প্রচারের কথা পুনরায় লিখিত হইল,—

গত শনিবার অবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসিয়ান সমাচারপত্র শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে অতএব যদি কোন মহাশয় ঐ

পারসিয়ান সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরে আপন নাম ও নিবাস পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ পাইতে পারিবেন তাহার মূল্য মাসে এক টাকা।

গবর্মেণ্ট এই পত্রিকার জন্য মাসিক ১৬০৲ টাকা সাহায্য করিতেন। 'আখবারে শ্রীরামপুর' কয়েক মাস মাত্র চলিয়াছিল। ৩০ ডিসেম্বর ১৮৩০ তারিখের 'সমাচাব চন্দ্রিকা'য় মুদ্রিত একখানি "প্রেরিত পত্রে" প্রকাশ :—

…পূর্ব্বে তৎসম্পাদক 'আখবারে শ্রীবামপুব' নামক এক সম্বাদপত্র চন্দ্র মুদ্রা মাসিক বেতনে প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু কিয়ন্মাসানন্তর ব্যয়াধিক্য হেতু রহিত করাতে দুঃখিত আছি··।

সমাচার সভারাজেন্দ্র

মুসলমান-পরিচালিত ফার্সী ও বাংলা ভাষার এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ৭ মার্চ ১৮৩১ তাবিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

আইনা-ই-সিকন্দর

১৫৭ কলান্‌বা (কলিঙ্গাবাজার বা বর্ত্তমান কলিন ষ্ট্রীট ?) আইনা-ই-সিকন্দর প্রেস হইতে এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। ইহার ৯৯ সংখ্যার তাবিখ দেখিতেছি—২১ জানুয়ারি ১৮৩৩।

'আইনা-ই-সিকন্দর' পত্রের ফাইল।—

ইম্পিবিয়াল বেকর্ড অফিস, দিল্লী :—১৮৩৩ হইতে ১৮৪০।

মাহ্-ই-আলম্ আফ্রোজ

কলিকাতার ৫৩ নং তালতলা হইতে এই ফার্সী সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য ওয়াহাজ-উদ্দীনকে ১৮৩৩ সনের ২২এ মার্চ লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। কাগজখানি কিছু দিন পরে বাহির হইয়াছিল।

'মাহ্-ই-আলম্-আফ্রোজ' পত্রের ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল রেকর্ড অফিস, দিল্লী :—১৮৩৬ হইতে ১৮৪১।

সুলতান-উল্‌-আখ্‌বার

'সুলতান-উল্‌-আখ্‌বার' প্রতি সপ্তাহে কলুটোলা (মুন্সী গোলাম রহমানের মসজিদের নিকট) হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ—২ আগস্ট ১৮৩৫।

'সুলতান-উল্‌-আখ্‌বার' পত্রের ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল রেকর্ড অফিস, দিল্লী :—১৮৩৫ হইতে ১৮৪১।

হিন্দী সংবাদপত্র

'ভারতমিত্র'-সম্পাদক বালমুকুন্দ গুপ্তের 'গুপ্ত নিবন্ধাবলী'র ৫৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, কাশী হইতে ১৮৪৫ সনে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত 'বনারস আখ্‌বার'ই প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র; ইহা রাজা শিবপ্রসাদের আনুকূল্যে, এবং গোবিন্দ রঘুনাথ থাট্টে নামক এক জন মরাঠীর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত। *

দুঃখের বিষয়, হিন্দীভাষাভাষীরা তাঁহাদের মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের আদি ইতিহাস জানেন না। প্রকৃত কথা এই যে, 'বনারস আখ্‌বারে'র আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই একাধিক হিন্দী সংবাদপত্র ছাপার হরফে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উদন্ত মার্ত্তণ্ড

কলিকাতার কলুটোলার ৩৭ নং আমড়াতলা গলি হইতে শ্রীযুত যুগলকিশোর শুকুল 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করিলে ১৮২৬ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

যুগলকিশোর শুকুলের আদি নিবাস কানপুরে; তিনি তখন সদর দেওয়ানী আদালতে 'প্রোসিডীংস্‌ রীডার'-এর কাজ করিতেন। তাঁহার সম্পাদকত্বে ১৮২৬ সনের ৩০এ মে 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি মঙ্গলবারে বাহির হইত; মাসিক চাঁদা ছিল দুই টাকা।

---

* গুপ্তে মহাশয় 'বনারস আখ্‌বার' পত্রের প্রকাশকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও অনেক ভুল আছে। ২৫ জুলাই ১৮৪৪ (১১ শ্রাবণ ১২৫১) তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রে পাইতেছি :—

"বনারস অখবার।—বনারস অখবার নামক নূতন এক সমাচার পত্রের অষ্টম সংখ্যক পত্র আমারদিগের হস্তাগত হইয়াছে ঐ পত্রবর কাশীধামে উর্দ্দূভাষায় নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হয় তাহার সম্পাদক শ্রীযুত বাবু তারামোহন মিত্র ইহা শিবপ্রসাদ বাবুর প্রযত্নে মুদ্রিত হইতেছে ঐ পত্রে তদ্দেশীয় হিতাহিত অনেক বিষয় প্রকাশ হইয়া থাকে⋯।"

उदन्तमार्तण्ड

अर्थात्

दिवाकान्त कान्तिं विनाध्वान्तमन्तं न चाप्नोति तद्वज्जगत्यज्ञलोकः। समाचार सेवामृते ज्ञत्वमाप्तुं न शक्नोति तस्मात्करोमीति यत्नं॥

१ अंक। ज्येष्ठ बदि ९ सम्वत १८८३। ३० मई १८२६ साल नाम। [मोल महीना २ रुपया।

इसकागज़ के सम्पादक का इश्तेहार

यह उदन्त मार्तण्ड अब पहिले पहल हिन्दुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसीने नहीं चलाया पर अंगरेजी ओ पारसी ओ बंगले में जो समाचार का कागज़ छपता है उसका सुख उन बोलियों के जान्ने ओ पढ़ने वालों को ही होता है और सब लोग पराए सुख सुखी होते हैं जैसे पराए धन धनी होना ओ अपनी रहते पराई आंख देखना वैसे ही जिस गुण में जिसकी पैठ नहीं उसको उसके रस का स्वाद मिलना कठिन ही है और हिन्दुस्तानियों में बहुतेरे ऐसे हैं कि पराई चाल देख कर अपनी बहुतिक भूले हैं कि पराओं में जो बुद्धिमन्त हैं वे अपनी लोकनी बड़ाई है पर पराई पर भले बुरेका बराव करने का बाना बान्धते हैं ऐसी को धर्म कहा चाहिये ओ इस में वे बड़े कायर हैं जो इतने पर भी भाग टटोल लेवें बाट ओ आंखों से सहज में देख सकेंगे उसको धोखे भी न देखकर आंखोंका धर्म नाशे पछतावे हैं ऐसी ऐसों का बोहे विचार होनाका देखके सब समाचार हिन्दुस्तानी लोग देख कर आप पढ़ ओ समझ लेंय ओ पराए अपेक्षा जो अपने भावे को उपज न छोड़ें इस लिये बड़े दया वान करुणा ओ गुणनि के निधान सबके कल्यान के विषय श्रीमान गवरनर जेनेरेल बहादुर की आयस से ऐसे साहस में चित्त लगायके एक प्रकार से यह नया ठाट ठाटा जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज़ के लेने की इच्छा करें तो अमड़ा तला की गली ३७ अङ्क मार्तण्ड छापा घर में अपना नाम ओ ठिकाना भेजने ही से सब वारों के सतवारे यहां के रहने वाले घर बैठे ओ बाहिर के रहने वाले डाक पर कागज़ पाया करेंगे इसका मोल महीने में दो रुपया ओ डाक के महसूल की तेहाई लिई जायगी और जो लोग बाहिर रहते हैं उन को यहां रुपये की भेजवानी करदेनी होयगी कारेके कि महीने महीने के अगार रुपये भर पावने की रसीद भेजने में किसी अगहड़े ओ वहीं एक रुपया डाकका महसूल लगेगा ओ कोह कारज पाय करके उसी अर्थ फिर

['উদন্ত মার্তণ্ড' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

উপযুক্ত গ্রাহকের অভাবে 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ৪ ডিসেম্বর ১৮২৭ তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক লিখিলেন :—

আজ দিবস লোঁ উগ চুক্যো মার্ত্তণ্ড উদন্ত
অস্তাচলকো জাত হায় দিন্ কারদিন্ অব্ অন্ত্।

—আজ পর্য্যন্ত উদন্ত মার্ত্তণ্ড উদিত ছিল; সে অস্তাচলে যাইতেছে—মার্ত্তণ্ডের আয়ু শেষ হইল।

'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যা।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—প্রথম তিন সংখ্যা ছাড়া 'উদন্ত মার্ত্তণ্ডে'র সম্পূর্ণ ফাইল। ইহা হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধার করিয়া ১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারি—মে মাসের 'বিশাল ভারত' নামক সচিত্র হিন্দী মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছি।

প্রজামিত্র

'প্রজামিত্র' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত কাগজখানি বাহির হইয়াছিল কি-না, জানা যায় নাই। ২১ জুন ১৮৩৪ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' হইতে জানিতে পারা যায় যে,—

নূতন সম্বাদ পত্র।—অন্যান্য সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে প্রজামিত্র এই নামধারি এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অতিশীঘ্র প্রকাশ পাইবে। তাহার মূল্য মাসে ২ টাকা অথবা বার্ষিক ২০ টাকা এবং সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হইবে। এই নূতন পত্র সম্পাদক অনুষ্ঠান পত্রে লেখেন যে আশ্চয্য বিষয় এই যে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে কোন সম্বাদ পত্র অদ্যপর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই অতএব লিখন ও মুদ্রাঙ্কনের দ্বারা ঐ ভাষার সৌষ্ঠবকরণের এই মাত্রই প্রথমোদ্যোগ হইতেছে।…

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৪০—১৮৫৭

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সূত্রপাতেই এক-একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছি; প্রথম পরিচ্ছেদে সাময়িক-পত্রের জন্ম ও শৈশব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-বিরোধী আইন এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে শৃঙ্খলমোচন আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঠিক সেই ধরণের কোনও বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। এই পরিচ্ছেদের নির্দ্দিষ্ট সতের বৎসর কাল মধ্যে বাংলা দেশের মফস্বলের শহরগুলি সাময়িক-পত্র প্রকাশে ও পরিচালনায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। শ্রীরামপুর মিশনরীদের সহিত কলিকাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিবেচনা করিলে শ্রীরামপুরকে মফস্বলের এলাকা হইতে বাদ দেওয়াই সমীচীন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই মফস্বল পত্রিকার সূত্রপাত হইয়াছে। শুধু সূত্রপাত নয়, এই কালের মধ্যে ইহার বহুল প্রসারও ঘটিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। সকলেই ভুলক্রমে ইহাকে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'ই মফস্বল হইতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। ১৮৪০ সনের ১০ই মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ সনের 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্নালে' প্রকাশ :—

> *Moorshedabad Sunbad Puttree.*—A weekly newspaper in the Bengally language and character, under the above title, made its appearance on the 10th of May, in Moorshedabad. Its opinions are liberal, and clothed in pure Bengally. (P. 325.)

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' কাসিমবাজার-রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। ১৪ মে ১৮৪০ তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' লিখিয়াছিলেন,—

> *New Bengally Newspaper.*—The first Number of a new Bengally paper, called the *Moorshedabad Sungbad Putri*, has just made its appearance. It is, we believe, published under the auspices of Kowar Kissennauth Roy of Moorshedabad.

কাগজখানি সম্পাদন করিতেন—গুরুদয়াল চৌধুরী। এক বৎসর পরে ইহার প্রচার রহিত করিতে হয়। এই অকাল-মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন,—

> কলিকাতা নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় নাই, রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় রাজধানীতে 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' নামে এক সংবাদপত্রী

করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপে উক্ত রাজা বাহাদুর বর্ত্তমানেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, তৎপরে রঙ্গপুর নিবাসি বিদ্যাভিলাষি মহাশয়দিগের আনুকূল্যে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ নামে এক পত্র প্রকাশ হয়। (১০ এপ্রিল ১৮৪৯)

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'কে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা'-রূপে উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' বহু বৎসর পরে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্য নহে। 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' ১২৭৯ সালের ১৫ই বৈশাখ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়,—পুনর্জ্জীবিত হয় নাই। ২ আষাঢ় ১২৭৯ তারিখের 'মধ্যস্থ' (তৎকালে সাপ্তাহিক) পত্রে পাইতেছি,—

> ভারতরঞ্জন ও মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।—প্রথমোক্ত পত্রখানি মুর্শিদাবাদের পুরাতন এবং শেষোক্ত পত্রিকাখানি নূতন।...নবোদিতা প্রিয়ভগ্নী মুর্শিদাবাদ পত্রিকা...।

সংবাদ সুজনরঞ্জন

১৮৪০ সনের মে মাসের মাঝামাঝি (জ্যৈষ্ঠ ১২৪৭ ?) হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে 'সংবাদ সুজনরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'সম্বাদ রসরাজে'র সহিত এই পত্রের বাদানুবাদ চলিত। ১৯ মে ১৮৪০ তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' লিখিয়াছিলেন,—

> *A New Weekly Paper.*—A new Bengally paper called the 'Sungbad Soojunrunjan,' has made its appearance in the course of the last week. It is published by one Harombochunder Mookerjie at the *Probhakar* Press, and its rate of subscription is only four annas a month. The object of this new publication is, we believe, to retort the sarcasms and rigmarole of another native paper, styled the *Russoraj*, or the Sentimental. This spirit of indulging in vile scurrility and bitter personality amongst the native Editors, is a lamentable proof how the liberty of the press is apt to degenerate into licentiousness, if it be not controuled by discretion and principle.

আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ

১৮৪০ সনের জুন মাসে চাণক-নিবাসী শ্রীনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ' নামে একখানি মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

> শ্রীশ্রীহরিঃ ॥ / শরণং। / ॥ আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ ॥ /—/ চানকগ্রাম নিবাসি / শ্রীশ্রীনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীতঃ / চরক সুশ্রুত বাগ্‌ভট হারিত ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি এবং রসায়ন / গ্রন্থ রসরত্নাকর রসেন্দ্রচিন্তামণি প্রভৃতি এবং নানা তন্ত্র প্রণীত গদ্যপদ্য / তদীয়ার্থ সাধুভাষা সহিত বহু পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংশোধিত / হইয়া প্রভাকর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / এই গ্রন্থের প্রয়োজন সুস্থ শরীরের রক্ষোপায় এবং আওরব্যাধি মুক্ত্য / পায় বহুতর প্রয়োজনানুসারে সংগ্রহ সুচারু গ্রন্থ

প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র / শ্লোক গদ্যপদ্যে হইবেক, ইহাতে একশত খণ্ড হইবেক মাসিক পঞ্চাশত / সংখ্যক শ্লোকেতে খণ্ড নিরূপিত হইল, প্রতি খণ্ডের মূল্য এক / মুদ্রা কেবল মুদ্রাঙ্কিত জন্য ব্যয় লওয়া মাত্র এতদ্‌গ্রন্থের যাবদ্‌বৃত্তান্ত / প্রতিখণ্ডে নির্ঘণ্ট পত্র দৃষ্টি করিলে বোধ হইবেক, বিস্তর লেখা এস্থলে / নিষ্প্রয়োজন, দর্পণে সাকল্যে কলেবর বাহ্যে প্রতিবিম্বিত হয়, আয়ুর্ব্বেদ / দর্পণে নিখিল কলেবরাস্তর্ব্বাহ্য প্রতিবিম্বিত এবং অন্তর্ব্বহির্জ্ঞান এবং / দেহস্থিতি নিবৃত্তি রক্ষাবৃত্তি দৃষ্ট হয় ইতি। / এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক কলিকাতা নগরে আহিরিটোলা গ্রামে / শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র হালদার মহাশয়ের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে / পারিবেন। / শকাব্দাঃ ১৭৬২ / সন ১২৪৭ সাল তারিখ ১৪ জ্যৈষ্ঠ। / [পৃ. সংখ্যা ১০০]

তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়া ইহার প্রচার বন্ধ হয়।

১৮৫২ সনের জুলাই মাসে (আষাঢ় ১২৫৯) 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ' পুনরায় প্রকাশিত হয়। এই পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যার "ভূমিকা" নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

এই পৃথিবীতে যে সকল প্রাচীন বিদ্যা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে হিন্দুশাস্ত্র সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বকালে হিন্দুরা কাব্য অলঙ্কার জ্যোতিষ বৈদ্যক প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার বীজবপন পূর্ব্বক বৃক্ষ শাখা পল্লব মুকুল ও ফলপর্য্যন্ত প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, বিশেষতঃ বৈদ্যক-শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা এক্ষণে স্মরণ করিতে হইলে হর্ষ বিষাদ উভয় উপস্থিত হয়। হর্ষের কারণ এই যে বিদ্যা বিষয়ে অস্মদাদির এই ভারতবর্ষ কোন দেশের নিকটে কোনকালেই খর্ব্ব ছিল না, কিন্তু বিষাদের হেতু এই যে ক্রমে ক্রমে কালক্রমে সেই সকল শাস্ত্রের অধিকাংশ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিতেছে। হায় ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! যে বৈদ্যক গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে গ্রীক সম্রাট প্রযত্ন পূর্ব্বক স্বদেশে লইয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুজাতিরা তাহার প্রতি কিছুমাত্র সমাদর করেন না। বৈদ্যজাতির মধ্যে শাস্ত্রব্যবসা প্রায় লোপ পাইয়াছে, চিকিৎসাব্যবসায়ি সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজনকে পণ্ডিত পাওয়া ভার, অতএব রোগের লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রভৃতি কিছুই ব্যবস্থামতে হয় না; সুতরাং তাহাতে উপকার হইবার সম্ভাবনা কি? একারণ ম্লেচ্ছজাতির চিকিৎসা অর্থাৎ ডাক্তরি প্রভৃতি কলিকাতা রাজধানী মধ্যে অতিশয় প্রবল হইয়াছে। অধুনা দেশের অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় বৈদ্যকশাস্ত্র ও বৈদ্যজাতির চিকিৎসা এককালে লুপ্ত হইবে, এই ভাবি বিপদের আশঙ্কায় আমি "আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ" নামক গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম, দর্পণ দ্বারা কেবল বাহ্য অবয়বমাত্র দৃষ্ট হয়, এই আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ দ্বারা সকলে শরীরাভ্যন্তর সন্দর্শনে সক্ষম হইবেন! কয়েক বৎসর গত হইল ইহার খণ্ড ত্রয় প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের নয়নগোচর হইয়াছিল, তৎকালে গ্রাহকগণের আনুকূল্য বিরহে শ্রম সাকল্য সাফল্য না হওয়াতে ব্যয় বাহুল্যভয়ে এতৎ অতুল্য অমূল্য বিষয়ে ক্ষুব্ধচিত্তে বিরত হইয়াছিলাম, সংপ্রতি পুনরায় জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক এমত সঙ্কল্প করিতেছি যে প্রতি মাসে এক খণ্ড করিয়া ক্রমে এক শত খণ্ড বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিব। কিন্তু গুণগ্রাহক গ্রাহকদিগের অখণ্ড দয়া ব্যতীত এই শত খণ্ডের এক খণ্ড মুদ্রিত হইতে পারে না; ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সমস্ত ব্যাপারই উদ্ধৃত করা যাইবেক, কোন প্রসঙ্গই অপ্রকাশ থাকিবে না।

অস্ত্র চিকিৎসা প্রভৃতি সমস্ত প্রকরণ প্রকটন করিব। কি শাস্ত্রজ্ঞ, কি বিষয়ি, মনুষ্য মাত্রেরি পক্ষে এই পুস্তক অত্যন্ত কল্যাণকর হইতেছে, কারণ যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিলে শারীরিক লক্ষণ ও নিয়ম ও তদ্বিশেষ, ঔষধ পথ্যের বিবরণ ও ব্যবস্থা, দ্রব্যগুণ এবং তৎসংক্রান্ত আর আর সকল বিষয় অনায়াসেই জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক্ সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ সুসাধু সরল বঙ্গভাষায় পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে, অতএব এতদ্রূপ মহোপকারী গ্রন্থ যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করা সকলেরি কর্ত্তব্য হইতেছে।

অপিচ ইহার গুণাংশ বিবেচনা করিলে সকলেই কহিবেন যে মূল্য অত্যল্প নিরূপণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সংখ্যা প্রতি ১ এক তঙ্কামাত্র ইত্যলং বিস্তরেণ।

চাণক।
৩২ আষাঢ় শকাব্দা ১৭৭৪। } শ্রীশ্রীনারায়ণ রায়।

এবারও অল্প দিন পরে—১৮৫২ সনেই 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণে'র প্রচার রহিত হয়। গুপ্ত-কবি ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিলেন :—

গত বৎসর···কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে।···আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ একবার বাঁচিয়া আবার মরিলেন।

১৮৬৬ সনে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের চারি খণ্ড 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ' একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

আয়ুর্ব্বেদদর্পণ। / অর্থাৎ / চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। / খণ্ডচতুষ্টয় পুস্তক। / চরক, সুশ্রুত, বাগভট, হারিতভাবপ্রকাশ ও রসায়ন গ্রন্থ, রসরত্না-/কর, রসেন্দ্রচিন্তামণি এবং নানা তন্ত্রপ্রণীত সংস্কৃত / গদ্য পদ্য গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে / শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক / মূলার্থ প্রতিভাষিত এবং সংগ্রহীত। / শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানীর / অনুমত্যনুসারে / কলিকাতা / চিৎপুর রোড বট্‌তলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে / বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত / ১৭৮৭।২৭ চৈত্র। / [পৃ. ৪১৭ + "দ্রব্যগুণ নির্ণয়" পৃ. ৪৮ + "আয়ুর্ব্বেদ দর্পণের পারিভাষিক কথন" ৮ + শুদ্ধিপত্র ৩]

'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ'-এর ফাইল।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :— (প্রথম পর্য্যায়) ১ম খণ্ড। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৭ সাল।
২য় খণ্ড। ৩২ আষাঢ় ১২৪৭ সাল।
৩য় খণ্ড। ১৫ ভাদ্র ১২৪৭ সাল।
(দ্বিতীয় পর্য্যায়) ১ম খণ্ড। আষাঢ় ১২৫৯ সাল।
২য় খণ্ড। শ্রাবণ ১২৫৯ সাল।
৪ খণ্ড একত্রে। ২৭ চৈত্র শক ১৭৮৭। পৃ. ৪১৭ + ৪৮

গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্

১৮৪০ সনের ১লা জুলাই বুধবার হইতে এই রাজকীয় বার্ত্তাবহ "শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে জান কাশমানকর্ত্তৃক মুদ্রিত" হইয়া প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইত। গবর্ণ্মেণ্টের আইন-কানুনের বঙ্গানুবাদই ইহাতে স্থান পাইত। 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান ১৮৫২ সনের শেষাশেষি পর্য্যন্ত 'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সম্পাদকতা করেন বলিয়া জানা যায়। ১৭ নবেম্বর ১৮৫২ (৩ অগ্রহায়ণ ১২৫৯) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন,—

> আমাদিগের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক কিয়দ্দিন গত হইল পরম্পরায় অবগত হইয়া প্রকাশ করা গিয়াছিল রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাসমেন সাহেব ইংলণ্ড যাত্রা করিলে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেট নির্ব্বাহের ভার প্রাপ্ত হইবেন সংপ্রতি নিশ্চয় অবগত হওয়া গেল গবর্ণমেণ্টের আদেশে উক্ত রেবেরণ্ড মহাশয় ঐ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্' পত্রের ফাইল।—

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :— প্রথমাবধি ১৮৯৭ সন পর্য্যন্ত।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—প্রথম কয়েক বৎসরের অসম্পূর্ণ ফাইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—১৮৫০ সন।

জ্ঞানদীপিকা

এই সাপ্তাহিক পত্রখানির সম্পাদক ছিলেন—ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ১২৪৭ বঙ্গাব্দে (১৮৪০ ?) 'জ্ঞানদীপিকা' প্রকাশিত হয়। পর-বৎসর ইহার প্রচার রহিত হয়।

সংবাদ ভারতবন্ধু

১২৪৮ বঙ্গাব্দে (১৮৪১ ?) এই সাপ্তাহিক পত্রখানি শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ ভারতবন্ধু' অল্প দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

সংবাদ নিশাকর

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন যে, ১২৪৮ সালে (১৮৪১ সনে) নীলকমল দাস 'সংবাদ নিশাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন।* গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

* "বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস"—'জন্মভূমি', ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৪, পৃ. ৪১।

ইহার প্রকাশকাল "১২৫৭ সাল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর

১৮৪২ সনের এপ্রিল মাসে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' নামে এক ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রথমে মাসিক পত্ররূপে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় আছে,—

> বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর। এতৎপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া আপাততঃ মাসমধ্যে একবার প্রকাশিত হইবে কিন্তু যে সকল ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃত্বে ইহা নির্ব্বাহ হইবে তাহাদিগের এতদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা নাই অতএব গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া অধিকবার প্রকাশ হওনের ব্যয় উৎপন্ন হইলে একবারের অধিকও প্রকাশ হইবেক।
>
> এতৎপত্রের মাসিক মূল্য ১ মুদ্রা, বৎসরে আগামি ১০ দশ মুদ্রা মাত্র।

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি বিষয় সকল আমাদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যেপ্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের উদ্যোগের আনুকূল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসনকারিরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ ও ইংলণ্ডদেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আর তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্বস্ব মতের বিরুদ্ধ কথা শ্রবণে যে দ্বেষ তাহার হ্রাস হইতেছে। অতএব এতদ্রূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সমীপে দুঃখ সমূহ নিবেদন পূর্ব্বক যাহাতে ঐ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমারদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা, আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক্ প্রকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে স্বস্বহিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনা দ্বারা উৎসাহাবলম্বন পূর্ব্বক আপনারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।
>
> পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ানুসারে আমরা এতৎপত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব যদ্দ্বারা রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম, ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্য্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি হয়।
>
> আমারদিগের এমৎ আশ্বাস হইতেছে যে যাঁহারা এই অভিপ্রায় উত্তম জ্ঞান করেন তাঁহারা অবশ্যই আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং আমরা শিক্ষিত বন্ধুগণের নিকটে এই বিনতি

THE BENGAL SPECTATOR.

VOL. I.] CALCUTTA, MAY, 1842. [No. 2.

DISCOVERY OF COAL MINES AND THE NECESSITY OF NATIVE ENTERPRIZE.—Those who feel interested in the promotion of intercommunication by steam as leading to an increase of commerce, will rejoice to learn the happy result of the interesting labours of the Coal Committee. It has been known from time immemorial that India abounds in physical advantages, and as her resources are developed, new sources of emolument are created. In 1838, the following districts were reported as containing sites of Coal.

1 Burdwan, 2 Chilmary, 3 Boglepoor, 4 Bidgee Gur, 5 Vale of Callinger, 6 Rajmahal, 7 Birbhoom and Ajai, 8 Sylet, 9 Dhurrumpoor (Assam) 10 Khyuk Phyoo, 11 Cherra Ponjee, 12 Cuttuck, 13 Sandoway, 14 Palamow, 15 Cutch, 16 Suffree River (Assam) 17 Namroop (Assam) 18 Nerbudda, 19 Sohuggur, 20 Sohagore, 21 Manpur, 22 Jubulpore, 23 Chanda, (Nagpoor) 24 Towah, 25 Hurdwar, 26 Attock, 27 Teesa or Tista River.

In the Report of the last year, mention is made of the discovery of several coal localities in the Tennaserim Provinces, and of a number of additional ones in Assam, Burdwan, Sylet, Cuttuck, Rajmehal, Palamow and Arracan, and it is not at all unlikely that future investigations will be followed by similar results. But these discoveries, important as they are to commerce and civilization, will be but a mere addition to scientific knowledge unless they can call forth and excite a *spirit of enterprize* among our countrymen. The Government has now got six steamers, for which 91,000 maunds of coal are annually consumed. We believe the supply from the existing collieries is enough for the demand, but as the number of steamers (each of which clears by a single trip about 15,000 Rs.) is to be increased, more especially if steam navigation be extended to the tributaries of the Ganges and other rivers, a greater quantity of coal will in that case be required, and here is certainly a good opportunity for the employment of native capital. We do not of course profess to guide our countrymen in the investment of their money—all that we have to urge is, that if some of the wealthy native gentlemen be engaged in the development of mineral resources, for which there is every probability of gain, in the event of their operations being judiciously conducted, it will not only set an example of *adventure* and necessarily produce in them an aptitude for scientific studies but prove highly beneficial to the country in every way.

We perceive from a document published in the Civil Engineer and Architect's Journal for Dec. 1841, that some facility to internal communication has been created by the construction of a number of good roads and canals during the last twenty years, and we have no doubt that as such means of transit are increased, they will conduce to a proportionate augmentation of commerce and diffusion of civilization. The different countries of India possessing

কয়লার আকর প্রকাশ ও এতদ্দেশীয়দিগের ব্যবসায়োৎসাহ।

যেসকল ব্যক্তিরা এ দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির নিমিত্তে বাষ্পীয় জাহাজদ্বারা দেশে২ গমনাগমন করিতে উদ্যত তাহারা কয়লার খনি প্রকাশক কমিটির নির্দ্ধারিত ব্যাপার শ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন এবং এতদ্দেশও বহুকালাবধি অতিপ্রসিদ্ধরূপে স্বভাবত সম্পত্তিযুক্ত অতএব ইহার গুপ্তধন প্রকাশিত হইলে বিবিধ প্রকারে লোকদিগের লাভ সম্ভাবনা। ইংরাজী ১৮৩৮ শালে নিম্নলিখিত দেশ সকলের স্থানে২ কয়লার আকর প্রকাশ হইয়াছে। যথা ১ বর্দ্ধমান, ২ চিলমেরি, ৩ ভাগলপুর, ৪ বিজুজিঘর, ৫ কলিঙ্গরের উপত্যকাভূমি, ৬ রাজমহল, ৭ বীরভূমএবং এজায়, ৮ শ্রীহট্ট, ৯ আসামস্থ ধর্ম্মপুর, ১০ কায়াকফু, ১১ চিরাপুঞ্জি, ১২ কটক, ১৩ সেণ্ডয়া, ১৪ পেলেমো, ১৫ কচ, ১৬ আসামস্থসফরী নদী, ১৭ আসামস্থ নেমরূপ, ১৮ নর্ম্মদা, ১৯ সোহাঘর, ২০ সোহোগোর, ২১ মানপুর, ২২ জবলপুর. ২৩ নাগপুরস্থখণ্ডা, ২৪ টৌয়া, ২৫ হরিদ্বার, ২৬ আটক, ২৭ টিসা ও টিষ্টানদী।

গত বৎসরের রিপোর্টে লেখে যে তানা সারামদেশে এবং আসাম, বর্দ্ধমান শ্রীহট্ট, কটক, রাজমহল, ও পালামান, এই সকল দেশের অন্যান্য স্থানে অনেক খনি প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে আমারদিগের বোধ হয় ভবিষ্যতে এবিষয়ের যে অনুসন্ধান হইবেক তাহাতেও এতদ্রূপ ফল হইতে পারে কিন্তু যদ্যপিও উক্ত প্রকারে বিবিধ আকর প্রকাশ দ্বারা এতদ্দেশে বাণিজ্যবৃদ্ধি ও অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইয়া সভ্যতার সম্ভাবনা তথাপি বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্যোগ ব্যতিরেকে অন্য উপকার হইবেক না।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের ছয়খান বাষ্পীয় জাহাজ প্রস্তুত আছে এবং তাহাতে প্রতিবৎসর ৯১০০০ মোন কয়লা ব্যয় হয়, তাহা বর্ত্তমান কয়লার কুঠী সকল দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে কিন্তু গঙ্গার শাখানদীতে ও অন্যান্য নদীতে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন আরম্ভ হইলে অধিক কয়লার প্রয়োজন হইবেক, ঐ জাহাজের একবার যাতায়াতে ১৫০০০ মুদ্রা লাভ হয় সুতরাং এতদ্দেশস্থ লোকদিগের ধন উক্ত বিষয়ে উত্তমরূপে খাটিতে পারে। এতদ্রূপ কথনে আমারদিগের এমত অভিপ্রায় নহে যে আমরা ধনু প্রয়োগের সদুপায় প্রদর্শনে সক্ষম কিন্তু প্রধান তাৎপর্য্য এই যদি এদেশের কতিপয় ধনি ব্যক্তি আকরাদি প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হয়েন ও উত্তমরূপে তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় তবে বিস্তর লাভের সম্ভাবনা এবং তদ্দারা অন্যান্য লোকদিগের বাণিজ্যাদি কর্ম্মে উৎসাহ ও কর্ম্মকর্ত্তাদিগের জ্ঞানানুসন্ধানে যত্ন আর দেশের সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল হইতে পারে।

D

['বেঙ্গাল স্পেকটেটর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]